(দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ।)

বাঙ্গালা মউলুদ শরিফ

মউলুদ শরিফ হতে সুন্দর বারতা
শুনেছ কি কভু তুমি?—পড়ে দেখ দেখি,
কত উপদেশসহ পাও কত জ্ঞান!
আবাসে অনন্ত শান্তি বিরাজিবে তার,
এ গ্রন্থ পড়ায় যেই করিয়া মছলেম।

মওলানা রুহুল আমিন সাহেব কর্তৃক সংশোধিত ও প্রশংসিত।

ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি, প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

Printed and Published by—Syed Abul Hashem, B. A.
at Derbar Press, 63, Collin-St. Calcutta.
1924.

(দেশ হিতৈষণায় জ্ঞানোদয়ী গ্রন্থ।)

বাঙ্গালা মউলুদ শরিফ

মউলুদ শরিফ হতে সুন্দর বারতা
শুনেছ কি কভু তুমি?—পড়ে দেখ দেখি,
কত উপদেশসহ পাও কত জ্ঞান!
আবাসে অনন্ত শান্তি বিরাজিবে তার,
এ গ্রন্থ পড়ায় যেই করিয়া যতনে।

মওলানা রুহুল আমিন সাহেব কর্ত্তৃক সংশোধিত ও প্রশংসিত।

ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন, এম, ডি, প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

Printed and Published by—Syed Abul Hashem, B. A.
at Derbar Press, 63, Collin-St. Calcutta.
1924.

নূতন ছন্দ সম্বন্ধে

—:•:—

ডাক্তার সাহেবের অপার পরিশ্রমে আবিষ্কৃত নূতন ছন্দ সম্বন্ধে প্রায় ৫০০ পাঁচ শত দেশ বিখ্যাত লোকের ও সংবাদপত্রাদির প্রশংসাপত্র পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং রিপণ কলেজের প্রিন্সিপাল স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়, সময়ের এই দুই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশ করা হইল :—

"মহাশয় আপনার প্রদত্ত যমজভগিনী কাব্য পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি ও যত্নের সহিত তাহার অধিকাংশই পাঠ করিয়াছি। গ্রন্থখানি যদিও গদ্যের আকারে লিখিত; ইহাতে পদ্যের মাধুর্য্য [illegible] সৌন্দর্য্য সমস্তই অলক্ষিত ভাবে বিদ্যমান। ছন্দের অনুরোধে যতি এবং [illegible] অনুরোধে বিরাম, ইহাতে প্রায়ই বিরোধী নহে। ইহার ভাষা অতি সরল, সুমধুর ও উন্নত। ছন্দ অতি মনোহর ও সুখপাঠ্য। এমন প্রাণ মন ও স্ফূর্ত্তিকর গল্প আর কখনও পড়িয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। মহাকবি মিল্টনও সামঞ্জস্য রক্ষণে কৃতকার্য্য নহেন, আপনি তাহাতে কীর্ত্তিলাভ করিয়াছেন। ইহাতে দুরূহ শব্দ ও দুরন্বয়ের প্রয়োগ অতি অল্পই আছে। ইহা অবাধে দ্রুত পাঠ করিলেও সুশ্রাব্য ও সহজে বোধগম্য। এইরূপ এক অভিনব ভাষা ও ছন্দ বিন্যাসে আপনি অপূর্ব্ব রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার এ শ্রেণীর লেখা আর দেখি নাই। কাজেই বঙ্গসাহিত্য আপনার নিকট চির ঋণী হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে বঙ্গ সাহিত্যের এই অসাধারণ উন্নতি দেখিলাম— আমার মরিয়াও সুখ হইবে।" ইতি ১৪ই পৌষ ১৩২১ সাল।

আপনার—**শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,**

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।

সাবিত্রীর সত্য (সম্পুর্ণ) জীবনী।—অনেক হিন্দু লেখক সাবিত্রী দেবীর উপাখ্যান লিখিয়াছেন, কিন্তু এই সাবিত্রীর নিকট তাঁহাদের গ্রন্থগুলি পূর্ণ চন্দ্রের নিকট তারাপ্রায়ও নহে। যদি নভেল বলিয়া ধর তবে এমন স্নানাহার বিস্মরী নভেল আর নাই। এবং নভেল পড়িলে কি পুরুষ কি নারী যেমন চরিত্র হীন হইয়া পড়ে এ গ্রন্থের পাঠে তাহারা তেমনি চরিত্রবান হইবেন। এ কালের স্ত্রীলোকদিগকে চরিত্রমতি করিতে হইলে, প্রত্যেকের হাতে একখানী করিয়া সাবিত্রীর সত্য জীবনী প্রদান কর। এমন উপহার আর নাই। ইহা বিস্তর গণ্যমান্য হিন্দুদের অনুরোধে হোসেনী ছন্দে লিখিত হইয়াছে। মূল্য ৷৵০ আনা।

বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ

মজলেসে-মউলুদ।

হোসেনী ছন্দ।

بسم الله الرحمن الرحيم

জনম ফুরায়ে গেল, শুকাইল সুবাসিত যৌবন কুসুম, কোন্‌দিন শাখা হতে পড়িবি ঝরিয়া, ফুরাবে ভবের লীলা; কিন্তু কবে এবাদৎ করিলি খোদার, রসুলের নাম আর লইলি বা কবে? এখনি মরণ যদি দেখা দেয় তোরে; এখনি যে গোরে গিয়া, যা কিছু করিলি দিতে হইবে হিসাব। উঠিবি কাহারে ধরি দিন কেয়ামতে? কে তোর লাগিয়া কাঁদি, পর্ব্বত সমান গোনাহ করাবেন মাফ? সেই মহা মরুব্বিরে চিনিস্ কি তুই? কভু কি তাঁহার নাম লইলি ভুলিয়া?—যে নামের গুণে তুই তরিবি সে দিন, সেই নাম হতেছে এখানে, সকলে লইয়া আয় বস্ এ সভায়!

গজল (১)

তুমি জান কি কথা হেথা হতেছে কাহার?
—জীব জন্তু নিতি নাম নিতেছে যাঁহার।

ফেরেস্তা এন্সান—হুরী গোলামান,
নামের উপরে দোওয়া দিতেছে যাঁহার।
সবের প্রথম—যাঁহার জনম,
নাম করি লোকে ত্রাণ পেতেছে যাঁহার
খোদার আরশে—খোদার পারশে,
লওহে সে নাম শোভা দিতেছে যাঁহার।
মেঘদল হেসে—আকাশেতে ভেসে,
পবিত্র শরীরে ছায়া পেতেছে যাঁহার।
সেই তো আসিবে—সভাতে বসিবে,
সে রুচি পরাণে নবী দিতেছে যাহার।
সে কেন আসিবে—এ কথা শুনিবে,
ইব্‌লিস বসিয়া মাথা খেতেছে যাহার।

গজল। (২)

মোহাম্মদ মোস্তফা নাম মুখে মুখে বলিয়া,
এস গো খোদার বান্দা এ সভাতে চলিয়া!
বেয়ান হতেছে হেথা, নবী মোস্তফার কথা,
হেসে হেসে এসে বস ভক্তিরসে গলিয়া।
যে নবী তোমার তরে, ওম্মতি ওম্মতি করে,
কেমনে তুমি গো তারে আছ বল ভুলিয়া?
কি হবে কি হবে বলে, ভাসে সদা চক্ষুজলে,
তোমার লাগিয়া দোওয়া মাগে প্রাণ খুলিয়া।
ভেবে দেখ কেয়ামতে, উঠিবে কাহার সাথে,
কে তোমা দেখাবে দয়া মন প্রাণ ঢালিয়া?
সেই নবী মোস্তফার—এ সভা কর গোল্‌জার,
প্রাণখুলে ডাক নাম আল্লাহ নবী বলিয়া।

ইয়া-রব্বে-সাল্লে ও সাল্লেম আলা সৈয়েদেনা মোহাম্মদার রসুলার রহমাতে এমামোল আম্বিয়ায়েল্‌মোত্তাকীন।

সাকার সৃষ্টি।

খোদা যবে প্রকাশিতে খোদারী আপন, চাহিলা স্বকীয় গুণে; নিরাকার হতে আর আনিয়া সাকারে, গড়িতে একটি রাজ্য অতি মনোহর, অতি চমৎকার অতি বিস্ময়জনক; আর সেই সৃষ্টিমাঝে, জ্ঞান-গুণ বুদ্ধি দিয়া গড়িয়া মানবে, দেখাইতে তাহা সবা কীর্ত্তি আপনার; দেখিতে কৌতুকে আর, কিরূপে মানবজাতি কীর্ত্তির দর্শনে, কর্ত্তার সন্ধান তারা করে কি প্রকারে, করে উপাসনা সবে, গায় বা কেমনে আর মহিমা তাঁহার; সত্যপথে রয় কেবা চলে ভ্রান্তি পথে। কেমনে বা আর তারা, নিরাকার বিধাতারে না হেরি নয়নে, তাঁহার উপরে করে বিশ্বাস স্থাপন,—কেমনে করিয়া লয়, কীর্ত্তিরাশি হেরি মাত্র, কর্ত্তার সন্ধান,—কেমনে বন্দেগী তারা করে বা খোদার। এই চিন্তা লয়ে খোদা মহা-আড়ম্বরে, সৃষ্টিতলে যেই খেলা করিলা বিস্তার, তার বিবরণ কিছু শোন মন দিয়া।—

নিরাকার সৃষ্টি তাঁর আদি কালে আছিল,
সব ফাকা কোন দিকে কোন কিছু না ছিল।
কোথাও তপন তারা আকাশে না ভাসিত,
না ছিল ভূধর শশী নাহি তায় হাসিত।
না ছিল আকাশ মেঘ চপলা না জ্বলিত,
না ছিল কানন বন পবনে না ছুলিত
না ছিল পর্ব্বতমালা নীল-জল সাগরে,
না ছিল ধরণী তায় পরিপূর্ণ নগরে।
শীত গ্রীষ্ম নাহি ছিল কিংবা দিবা রজনী
কিছু নাহি ছিল কোথা আকাশ বা ধরণী।
ধু ধু অন্ধকার রাশি চারিদিকে আছিল,
দেখিবার চক্ষু তায় কোন দিকে না ছিল।

প্রথম পদার্থের সৃষ্টি।—তবে এবে খোদাতায়ালা, আপনার নূর হতে করিলা নির্ম্মাণ, মনোহর স্তম্ভ এক অতি চমৎকার। প্রথম পদার্থ সেই নিরাকার মাঝে খোদা গড়িলা সাকার। নূরের 'সতুন' সেই পাইতে চেতনা, আল্‌হাম্‌দোলিল্লাহ বলি আইলা সেজদায়। তা'দেখে আনন্দে মাতি রব্বেল্‌-আলমিন্, সম্বোধিলা সে

সত্তনে হবিব বলিয়া, রাখিলা আহম্মদ নাম, কহিতে লাগিলা তবে হবিবের পানে,—"নূর মোহাম্মদ তুমি হবিব আমার, দেখ চাহি আমা পানে, নূরের চেহারা মম কত চমৎকার!" অমনি হবিবে-খোদা, চাহিলা খোদার পানে—হেরি সে নূরের জ্যোতি বাঁধিল নয়ন, জ্ঞানশূন্য প্রায় পুন আইলা সেজদায়। সহস্র বৎসর ধরি সে নূরী সত্তন, স্বীকারিলা কৃতজ্ঞতা খোদার সমীপে।

আর্শের সৃষ্টি।—সে নূরী শরীর হতে, চারিবিন্দু নূরীঘর্ম্ম ঝরিল তখন। সেই পাক স্বেদ হতে, চারিটি পদার্থ খোদা করিলা নির্ম্মাণ।—আদেশিলা ঘর্ম্মবৃন্দে—"নির্ম্মিত হইয়া যাও, লওহ, কলম আর আর্শ, কুর্সিচয়।" অমনি হইল আর্শ, কোটি ক্রোশব্যাপী এক বেদী মনোহর। তিন শত শাঠ পদ হইল বেদীর। ঈশ্বরের সিংহাসন কুর্সি তার তাম, বসিল সে বেদী পরে। চমকিল সেই কুর্সি শ্বেত মুক্তারাগে; জমরূদ ইয়াকুত হীরা কত পান্না চুণী, শোভিল কুর্সির গায়ে, হরিত হীরায় গাঁথা বেদীর উপর। ঈশ্বরের সৃষ্টিতলে, উৎকৃষ্ট আস্‌বাব সেই শোভিল সুন্দর। সে বেদীর চারি কোণে চারিটি কান্দিল, জ্বলিল খোদায়ী নূরে, মধ্যভাগে তিন আলো জ্বলিল সুন্দর। সে নূরী আলোর জ্যোতি, খোদার খোদায়ী-তলে সর্ব্বথা প্রকাশ। আমরা ধরার লোক, তারাকারে সেই আলো করি নিরীক্ষণ। মুক্তাবৎ তক্তা এক আছে সে আরশে লওহ তাহার নাম। তাহারি উপর, ইতিবৃত্ত এ সৃষ্টির হয়েছে লিখিত, শ্রেণী দিয়া তিন আলো জ্বলে তার' পরে। কোদ্‌রতী কলম যবে চলে সে তক্তায়, ফুটিয়া উঠিতে থাকে মোতীর অক্ষর।

এই অবসরে, হবিবে খোদার নূরী শরীর হইতে, কতিপয় নূরীঘর্ম্ম ঝরিল আবার। সেই নূরী ঘর্ম্মচয়ে, করিলা আদেশ খোদা স্বকীয় কৌতুকে,—"ঐ নূরী ঘর্ম্ম হতে, হয়ে যাও চন্দ্র সূর্য্য, আকাশ নক্ষত্র আদি সসাগরা ধরা; পর্ব্বত পেরেক হয়ে দাঁড়াও তথায়, দরেন্দা পরেন্দা আদি সব হয়ে যাও! ফলফুল তরু দিয়া সাজাও ধরণী, দিবানিশি হও সাত তবক আকাশ, হয়ে যাও যাহা কিছু চাহিতেছি আমি।"

কলমের প্রতি আদেশ।—এইরূপে ত্রিসংসার হইলে গঠিত, আদেশিলা খোদাপাক সম্বোধি কলমে—"**উকতুব-ইয়া-কলম।**" লেখ গো কলম তুমি (লওহ উপরে।) নিবেদিল নতমুখে কলম তখন—"**ফাকতুব ইয়া-রব্বি।**" কি লিখিব কহ তাহা মালেক আমার!" হুকুম হইল পুন—"**উকতুব-লা এলাহা ইল্লাল্লাহো-মোহাম্মাদুর-রাসুলিল্লাহ।—উকতুব তত্ত-হীদ—ওহদহু লা এলাহা ইল্লাল্লাহ।**

সাত শত বৎসর ধরিয়া, খোদার তওহীদ তবে লিখিলা কলম। আদেশ হইল তবে—"লেখ এবে হবিবের প্রসঙ্গ আমার।" লিখিল কলম তাহা তখ্তীর উপর। তবে পুন খোদাপাক করিলা আদেশ।—"উক্তুব-ওম্মাতা-আদম্—মান আতাল্লাহ আদ্খালাহুল জান্নাহ, ও মান আসাহো আদ্-খাল্লাহুন্নার!" আদম্-ওম্মত মাঝে, বন্দেগী করিবে যারা যাইবে জেন্নতে; গোনাহগারগণ যত যাবে জাহান্নামে। এইরূপে একে একে, প্রত্যেক নবীর আর ওম্মত তাঁদের, পরিণামে যা হইবে লিখিল কলম।—নূহনবী, এব্রাহিম, ঈসা, মুসা সবাকার লিখিবার পর, হবিবে খোদার নাম উঠিল যখন, লিখিল কলম তবে—"মোহাম্মদ মোস্তফার ওম্মতের মাঝে, যাবে নেককারগণ দারুল-এস্লামে, আর বদকার যত—" অমনি গায়েবী নেদা হইল কলমে,—'সাবধান রে কলম, কি চাস্ লিখিতে!' কলম শুনিয়া ভয় পাইল অন্তরে, কাঁপিতে কাঁপিতে তবে আইল সেজদায়, অমনি কোদরতী করে ধরি সে কলমে, দিলা 'কত' বসাইয়া, সে মুখে তাহার, কহিলা লিখিতে তবে মুক্তার অক্ষরে।—"ওম্মাতুম মোজনেবাতুন্ ও রব্বুন্ গফুর।—বদ্কার ওম্মতগণ, প্রত্যাশিবে সেই দিন রহমৎ আমার। আর শাফায়াত স্বীয় নবী মোস্তফার, পাইবে নাজাত তায়।—আহা কি সুন্দর কথা হইল এবার, প্রাণ খুলে সবে মিলে গাও একবার তবে তওহীদ খোদার।—

গজল। (৩)

বল বল সবে লা-এ-লাহা ইল্লাল্লাহ।
মোহাম্মাদুর্ রসুলুল্লাহ মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ।
এ কল্মা তৈয়ব বলে।—জেন্নতে যাইবে চলে,
বল বল ফিরে বল মোহাম্মদ বেনূরিল্লাহ।
এ কল্মার গুণ গাহি, প্রাণে সে শকতি নাহি,
সব গোনাহ করে মাফ এ কল্মা শুনে আল্লাহ।
জিব্রীল বিছাবে কর—করূবে পোলসোরাত পার,
তব ত্রাণ হেতু ছুটে বেড়াবে হবিবুল্লাহ।

সাবধান।—সাবধান মোসলমান ভাইগণ সবে, না ভাব এমন কেহ, যেমনি করিবে পাপ পাইবে নাজাত, নবীবর তব পারে দেখাবেন দয়া, খোদাও রহম তাঁর।

কর্ম্মচারি নির্ব্বাচন।

—যাহারা সন্তান হয়ে, গুরুজনে কভু নাহি চলিবে মানিয়া, দিবে ব্যথা পিতামাতা দোঁহাকার মনে, কৃপণ হইবে আর ভরণপোষণে, এবাদৎ তাহাদের না হবে কবুল আর তার শাফায়াতে, কভু নাহি দাঁড়াবেন রসুলে করিম্; তবে যদি গুরুগণ আসি সেইস্থলে, করেন তাদের মাফ, তবেই তো ক্ষমা তারা পাইবে সে দিন। তবে কিনা সেই দিন, 'ইয়া-নফ্ সী ইয়া-নফ্ সী' রবে কাঁদিবে সকলে, পিতাপুত্র কেহ কারে নারিবে চিনিতে। অতএব ভাইগণ, যতদিন আছে দেহে জীবন তোমার, গুরুজনে মান্য করি চলিবে সদাই। ধনেপ্রাণে সেবা করি, যত পরিমাণে সুখী করিবে তাঁদের; দিন দুনিয়ায়, শতগুণে সুখী তার হইবে তোমরা। ইহা যদি নাহি কর, হারাবে জানিয়া তুমি হারাইবে দীন, কাদানুনে মনোদুখে উঠিবে হাশরে।

আর যে রমণী, না মানে স্বামীর কথা কিংবা শ্বশুরের, না-ফর্ম্মানী করে সদা, না করে খেদমৎ; কোন এবাদৎ তার না হবে কবুল, জাহান্নাম তার তরে নিশ্চয় নিশ্চয়। দিন কেয়ামতে শূকরীর মুখ লয়ে উঠিবে সে নারী; কোন গুরুজন তারে নারিবে চিনিতে, না করিবে ক্ষমা তারে। সাবধান, সাবধান! ভগিনী তোমারা— কোন এবাদৎ যদি না পার করিতে, স্বামী সেবা গুরু সেবা করিবে সদাই। তোমার লাগিয়া, জেন্নত কামনা যদি করে গুরুজন, নিশ্চয় পাইবে তাহা। আর যদি করে তাঁরা কামনা নরক, কোন এবাদৎ তব, জেন্নতে লইয়া তোমা নারিবে যাইতে। অন্যের পরাণে আর না দাও বেদনা। এই তিন পাপ ভবে পাপের প্রধান।

গজল। (৪)

কর স্বামী সেবা সদা কর পিতা মাতাদের,
না দাও বেদনা মনে কভু কোন তাঁহাদের।
এতেই নাজাত পাবে, আনন্দে জেন্নতে যাবে,
না দাও বেদনা মনে কভু আর কাহাদের।
পর মনে দুখ দিলে, কিছুতে না সুখ মিলে,
এই কথা কানে তুলে রেখ সদা তোমাদের!
এ পাপের মাফ নাই, সাবধান হও ভাই,
কবরে ভীষণ দশা হবে সিয়া-নামাদের।

কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন।—কোদরতী সে সত্তুনের ধর্ম্মরাজি হতে, আল্লার আলম পয়দা হইলে এরূপে, ফেরেস্তা সকলে তবে, এক এক মহা কাজে নিয়োজিলা খোদা।

জিব্রীলে করিলা তিনি কাসেদ আপন।—পয়গম্বর সবাকারে, হুকুম বর্ব্বাণী তিনি পঁহুছাবেন গিয়া, তবে পরে শেষ নবী নূর মোহাম্মদ, করিবেন এন্তেকাল, জিব্রীল সে দিন হতে, ধরাধামে আর নাহি করিবে গমন। হজরৎ জিব্রীল, সমুদায় ফেরেস্তার হৈলা সর্দ্দার। নিয়োজিলা **মিকাইলে**, রেজেক-বণ্টন-কার্য্যে সমগ্র সৃষ্টির। **এস্রাফিলে** দিলা সিঙা; জীবের জীবন হন্তা হৈলা **আজরাইল**। রেজওয়ানে হইলা কর্ত্তা অষ্টবেহেস্তের, **মালেক** মালেক আর সাত নরকের। কারে বা করিলা খোদা জলের মালেক, কারে বা বায়ুর কারে করিলা ধরার। তপনে রাখিলা তবে, গ্রহরাজি সবাকার করিয়া সর্দ্দার, সমগ্র সৃষ্টির, উত্থান পতন ভার দিলেন তাহারে। এই হেতু অনেকেই ভ্রান্তিনাশ হয়ে, করেন তপন পূজা; ভোলেন খোদার নাম আর রসুলের। এইরূপে যত কাজ, করে করে সবাকার করিয়া প্রদান; চিন্তিলেন খোদাপাক, মহাধুমে ধরাধামে করিতে আবাদ। পরন্তু তথায়, জেনের কওম এক করিলা প্রেরণ।

আজরাইলের ইতিবৃত্ত।—হুকুম করিলা খোদা জিব্রীলের পরে—"যাও তুমি ধরাধামে, মুষ্টিমিত মাটি আন সেখান হইতে।" হুকুম পাইতে তিনি, পলকে আকাশ হতে পৌঁছেন ধরায়। মুষ্টিমিত মাটি সবে, চাহিলা লইতে তিনি আদেশে খোদার; কাঁদিলা অমনি ধরা কহিলা কাতরে;—"কেন জিব্রাইল তুমি, এরূপে ভাঙ্গিতে চাও পঞ্জর আমার?" কহিলা জিব্রীল তবে—"খোদার আদেশে মাটি এসেছি লইতে, আমার এ কাজে বাধা নাহি দাও তুমি!" কহিলা অবনি কাঁদি—"যে খোদা আদেশ দিলা, তাঁহারি দোহাই আমি দিতেছি তোমায়, না ভাঙ্গ পঞ্জর মম।—যবে সেই সৃষ্টিকর্ত্তা, গড়িলা তোমায় আর গড়িলা আমায়; কেন অত্যাচার তবে, আমার উপর তুমি আইলে করিতে?—কেমন পাষাণ তুমি না গল রোদনে!" এরূপ শুনিয়া, জিব্রীল বিফল-কাম গেলেন ফিরিয়া। মিকাইলে এবে খোদা করিলা প্রেরণ। তিনিও কসম শুনি সেইমত ধরার, হইল দুঃখিত, মাটি না লইয়া ফিরি গেলা খালি হাতে। এস্রাফিল তারপর আইলা ধরায়, তাঁহারও নিকট ধরা কাঁদিলা কাতরে, তিনিও লইতে মাটি নারি ধরণীর, গেলা চলি খালি হাতে। চতুর্থ বারেতে তবে, আজরাইল ধরাধামে আইলা সত্বর। তাঁহারও নিকট ধরা, কাঁদিল আকুল প্রাণে করুণার স্বরে। খোদার আদেশ তিনি করিতে পালন, না করিল কর্ণপাত, ধরণীর বহুবিধ কাকুতি ক্রন্দনে। নিঠুর সে আজরাইল, মুষ্টিমেয় খাক খোদি লইলা পলকে, গেলা চলি কুতূহলি আরশে খোদার।

জিজ্ঞাসিলা খোদাপাক স্মরি আজরাইলে,—"কহ কি প্রকারে তুমি আনিলে মৃত্তিকা, তুমি না গলিলে কেন রোদনে ধরার ?" নিবেদিলা আদরে আজরাইল শুনি,—"জিব্রাইল, মিকাইল, এস্রাফিল, তাঁরা, ধরার রোদনে ভয় পাইলা পরাণে, ভুলিলা আদেশ তব ; পক্ষান্তরে আমি, আদেশের দিকে মন নিয়োজি রাখিনু, নারিল তাহাই থাক, গলাইতে সেই মনে কোনই রোদনে ; কসমের দিকে তার, শ্রবণ বধির মম হইল তখন।" এরূপে পরীক্ষা করি প্রাণ সবাকার, বিবেচি তখন খোদা, আত্মা-নিষ্কাশন ভার দিলা আজরাইলে।

হাদিসের কথা।—হাদিসে লিখিত আছে, দিন কেয়ামত যবে হইবে নিকট, আজরাইল পানে চাহি কহিবেন খোদা,—"সকল প্রাণীর প্রাণ করিয়া হরণ, এনেছ আমার আগে। করেছ জগৎশূন্য পেলেছ আদেশ ; এবে তুমি নিজ প্রাণ করি নিষ্কাশন, দাও তুলি সেই ভাবে এ করে আমার। তখন সে আজরাইল, যে ভাবে ভবের প্রাণ করিল হরণ, সে ভাবে হরিতে বহু করিবে আপন। তখন সে যন্ত্রণায় হইয়া অস্থির, কহিবে খোদার আগে করি নিবেদন।—"হরিতে জীবনবায়ু, এমন যন্ত্রণা তায় জানিতাম যদি, এ কাজ কিছুতে করে নাহি লইতাম।"

জেনের বিবরণ।—এবে খোদা ইচ্ছিলেন, জেনবংশ দিয়া ধরা করিতে আবাদ, পরন্ত ধরায়, পাঠাইলা নিজগুণে জেন কতিপয়। তাহারা ধরায় গিয়া, অবিরত এবাদতে রহিলা খোদার। কত কাল পরে তবে, যবে তাহাদের, বাড়িল সম্পত্তি ধন বংশাবলী সহ, হাশমৎ দবদবা আর পাইল প্রচুর, দিল দেখা অহঙ্কার আত্মায় তাঁদের ; ভুলিল খোদার নাম ; নানা পাপে পরিলিপ্ত হইল সকলে। তখন নাখোশ খোদা, করিলা তাদের প্রতি কহর বর্ষণ। জিব্রীলের প্রতি তিনি করিলা আদেশ। "যাও তুমি কতিপয় ফেরেস্তা লইয়া, জেনবংশ ধ্বংস করি আসিবে ধরার। বিস্তর ফেরেস্তা লয়ে তখনি জিব্রীল, গেলা চলি ধরাতলে। সবংশে সকল জেন করিলা নিপাত। সহস্র বৎসর ধরি, ধরাতল জীব শূন্য থাকিবার পর ; আবার জেন্নাত পয়দা করিলেন খোদা, প্রতিজ্ঞা কড়ারে কিন্তু লইলা সকলে। খোদার অবাধ্য তারা, কভু না হইবে বলি করিলে কসম, তবে খোদা তাহা সবা প্রেরিলা ধরায়। ধরায় আসিয়া তারা, অবিকল অঙ্গীকার লাগিলা পালিতে, অনুক্ষণ এবাদতে রহিলা মশগুল। কিছুদিন পর তবে, ইহারাও হল পুন অবাধ্য খোদার। জেনের উপর খোদা হইয়া নারাজ ; জিব্রীলে ডাকিয়া তবে, আদেশিলা জেনগণে করিতে নিপাত। জিব্রীল ধরায় আসি, দুষ্ট সেই জেনবৃন্দে করিলা নির্মূল। একটি মাত্র

বাচ্ছা ছিল জেন মাঝে, নিতান্ত বে-গোনাহ সেই,জিব্রীল তাহার প্রতি দেখাইয়া দয়া, লইলা আপন সঙ্গে ; আকাশে আনিয়া, খোদার সমীপে তারে করিলা হাজির।

শেয়তান পয়দা।—হইল গায়েবী বাণী জিব্রীল উপরে—"কে এই মানুষ বাচ্ছা ? কেন দয়া দেখাইয়া, তুলি এ বালকে তুমি আনিলে এখানে ?—এনেছ যেমন, জিজ্ঞাসা করিয়া লও কি নাম উহার ?" জিজ্ঞাসিলে নাম তার, উত্তরিল সে বালক বিনম্র বচনে—"আজাজিল বলি মোরে ডাকিত সকলে।" অমনি হইল পুন আদেশ খোদার—"দাও এ বালকে ফেলি তাহ্‌তেস্‌-সারায় ! এবাদৎ-বলে, পারে তো উঠিয়া পুন আসিবে এখানে, নহে তো থাকিবে তথা।" জিব্রীল আদেশ মতে লইয়া তাহারে; আকাশের সপ্ত তবকের নিম্নদেশে, আইলা রাখিয়া তারে। জিব্রীল হইতে শিক্ষা করিয়া গ্রহণ, বিধাতার এবাদতে, সে বালক প্রাণমন করিলা বিস্তার। এবাদতে একলক্ষ বৎসর কাটিলে, দয়াকরি দয়াময়, লইলা তুলিয়া তারে প্রথম তবকে। সে তবকে সে বালক, এবাদৎ সেইরূপে লাগিলা করিতে, পুনরায় একলক্ষ বৎসরের পর, দ্বিতীয় তবকে তবে আইল সে জন। এইরূপে সাতলক্ষ বৎসর ধরিয়া, প্রাণপণে এবাদৎ করিবার পরে, সপ্তম আকাশে তিনি আসি উপজিলা, খোদা তাঁর প্রতি তুষ্ট হইলা তখন্। দিলা শিখাইয়া তাঁরে এক মহা 'কথা'; সে কথা আনিলে মুখে, নিশ্চয় স্বর্গের দ্বার যাইবে খুলিয়া, রোধিতে তাহার গতি কেহ না পারিবে। সে দোওয়ার আগে, খোদারও কহর 'কার' নহে করিবার। আজরাইল পেয়ে দোওয়া মনে মনে অহঙ্কারে ভরিল তখন। ফেরেস্তা সবার সাথে, অপার আনন্দে এবে রহে আজরাইল, করে এবাদৎ আর জিনিয়া সকলে।

কিছুদিন পর তবে, ফেরেস্তা সকলে স্মরি কহিলেন খোদা :—"না-ফর্ম্মাণ যেই জন হইবে আমার, বিদলিত তারে আমি করিব নিশ্চয়।" এ কথা শুনিয়া, ফেরেস্তা সকলে ভয়ে লাগিলা কাঁপিতে। আজাজিল ছিলা তথা, মনের কৌতুকে তিনি কহিলা এরূপ—"না-ফর্ম্মাণ যেইজন হবে হুজুরের, লানতের তওক তার দিবেন গলায়, শয়তান মর্দ্দুদ করি তাড়াবেন তারে।" কহিলা অমনি খোদা,—"এই কথা আজাজিল, লিখে তুমি রাখ তব দামনে আপন।" খোদার আদেশ মত, আজাজিল লিখে তাহা লইল দামনে, রাখিলা যতন করি।

গজল। (৫)

নিশ্চয় খারাব তুই হবি আজাজিল,
লানতের তওক পরে রবি আজাজিল;
ভস্ম হবে এবাদৎ—হারাইবি শারাফৎ
দেখিস্ পদার্থ হীন হবি আজাজিল!
অহঙ্কারে ডুবে যাবি—শেষেতে শয়তান হবি,
মন্দ পরামর্শ সবে দিবি আজাজিল!
যাবি যবে পিছে পিছে—খোদার বান্দার কাছে,
'লাহওলের' কীল তুই খাবি আজাজিল।
তোরে হেরে শিক্ষা পাবে—না ফার্ম্মাণ না হইবে,
তখন মরমে মরে রবি আজাজিল!
এবাদতে ছিলি শ্রেষ্ঠ—হবি রে তেমনি দুষ্ট,
কোথাও আশ্রয় নাহি পাবি আজাজিল!

হজরৎ আদম প্যয়দা।

এবে খোদা ইচ্ছিলেন নির্ম্মিতে আদম, কহিলেন আজরাইলে—"যাও তুমি ধরাধামে, মুষ্টিমিত মাটি আন সেথান হইতে।" আদেশের দাস তিনি, দৌড়িলা, পলকে মাটি দিলেন আনিয়া। ফেরেস্তা সকলে মিলি সে মাটি ছানিয়া, গড়িলা প্রতিমা এক। হস্তপদ, নাককান চক্ষু বসাইয়া, গড়িল যেরূপ দেখ মূর্ত্তি মানবের। আদেশিলা খোদা পাক সম্বোধি আত্মায়,—"**ওদ্‌খুলইয়া-রুহো ফি হাজাল জাসাদ!**" কর গো প্রবেশ রুহ মূর্ত্তির ভিতরে।" মৃত্তিকার সে পুতুলে নিরখি সে রুহ, কহিলা ক্রন্দন করি—"অন্ধকারে কহ প্রভু প্রবেশি কেমনে?" তখন আপনি খোদা; মোহাম্মদ রসুলিল্লাহ,নূরিশির নত করি আছিলা যেথানে, সেথান হইতে,এক-বিন্দু ঘর্ম্ম আনি, দিলা মাখাইয়া তাহা আদমের ভালে। সে নূরী আলোকে, চমকিল আদমের সুচারু কপাল। খোদার আদেশ তবে হইল আবার—"ওদ্‌খুল-ইয়া-রুহো ফি হাজাল জাসাদ্—যাও তুমি এইবার, আত্মা হয়ে আদমের বসগে অন্দরে। অমনি পশিল রুহ আদমের দেহে, আদম বসিলা উঠি পাইয়া জীবন। খোদাকে দেখিয়া তিনি আইলা সেজদায়, মস্তক তুলিয়া তবে আর্শ পানে চাহি, হইলেন চমৎকৃত;

দেখিলা লওহে তথা রহিয়াছে লেখা, মুক্তার উজ্জ্বলবর্ণে—**লা-এলাহা-এল্লাল্লা-হো-মোহম্মাদুর-রাসুলোল্লাহ।** মোহাম্মাদ নাম লেখা আছে যেইখানে, চারি কোণে সে নামের, ওমর ওস্মান আলি, আবুবাকারের নাম রহিয়াছে লেখা।

খোদার দরগাহে সেজ্দা করিয়া আদম, কহিলা বিস্ময় মানি—"এ নাম কাহার নাম, আরশে পেয়েছে স্থান এত সমাদরে!" কহিলা অমনি খোদা গায়েবী নেদায়—"আমার হবিব ইনি মোহাম্মদ নাম, চারি কোণে আর তাঁর বসি চারি ইয়ার। এই হবিবের ঘর্ম্মে, আকাশ পাতাল আদি চন্দ্র সূর্য্যচয়, হয়েছে নির্ম্মিত সব; যা কিছু নয়নে তুমি দেখিছ চৌদিকে। করেছি নির্ম্মাণ আর্শ কুর্সি ও কলম; তুমিও পেয়েছ জ্যোতি ঐ নূর হতে।" আদম শুনিয়া সেজ্দা করিলা আবার।

সেজদার আদেশ।—মনের আনন্দে খোদা, এরূপে আদম-প্যয়দা করিবার পর, ফেরেস্তা সকলে তবে সম্বোধি কহিলা—"মোহাম্মদী ঘর্ম্ম, আদমের ভালে শোভা দিতেছে যখন, দেখাও সম্মান সবে সে নূরী-ঘর্ম্মের, আদমে সকলে সেজ্দা কর একবার।" তখনি ফেরেস্তাগণ আইলা সেজ্দায়; একা সেই আজাজিল, রহিল দাঁড়ায়ে সেজ্দা না করি আদমে। খোদারে নারাজ করি, অবশেষে সেইজন্য হইল **শয়তান।** জিজ্ঞাসিলা খোদাপাক—"কেন তুমি আজাজিল, অবাধ্য হইলে আজি আমার কথায়! কেন না করিলে সেজ্দা আদমে আমার?" উত্তরিল আজাজিল আপন গৌরবে—"আতশী শরীর মম, মাটির পুতুলে সেজ্দা করিব কেমনে!" আদেশ হইল তবে—"দেখ নিরখিয়া এবে, কি লিখে রেখেছ তুমি দামনে আপন!" এই বলি গলে তার দিলা পরাইয়া, লানতের তওক এক; শয়তান মর্দ্দুদ করি, সে পাক দরবার হতে তাড়াইলা তারে। তখন শয়তান কাঁদি নিবেদি কহিল—"ওগো তুমি পাকজাত পরওয়ার দেগার; প্রাণপণে সাতলক্ষ বৎসর ধরিয়া, করিয়াছি এবাদৎ আমি আপনার; এই তব সৃষ্টিতলে, আমা হেন এবাদৎ কে বল করিল? এক না-ফর্ম্মাণী হেতু সব এবাদৎ ভস্ম হইল আমার, হইনু মর্দ্দুদ আমি।—তবে এক কথা যাহা দেছেন শেখারে, জেন্নত হইতে তায়, বঞ্চিত আমারে নাহি পারিবে করিতে।—ইব্‌লিস্ হইয়া তবে চলিলাম আমি, ইব্‌লিসের কার্য্য যত করিবার তরে!—ঐ তব আদমের বংশাবলিগণে, করিব ইবলিস্ আমি, না-ফর্ম্মাণ হবে তারা আমার কৌশলে।"

লাহওলের কৌল।—উত্তরে কহিলা খোদা শয়তানের পানে—"কি সাধ্য পারিস্ তুই, আমার সে বান্দাগানে করিতে খারাব!—স্বকীয় নূরেতে যবে,

গড়েছি হবিবে মম গড়েছি আদমে; আমারই ধরণে যবে, নিরাকার রুহ দিয়া সাজায়েছি সবে;—কি সাধ্য বিপথে তুই আনিবি তাদের।—জ্ঞান, গুণ অভিজ্ঞতা, বিবেক শকতি আদি দিব তাহাদের, ভূত ও ভবিষ্যদর্শী করিব সকলে, জাহের বাতুন বুদ্ধি পাইবে তাহারা; সে সব বান্দারে, কিছুতে খারাব তুই নারিবি করিতে আবার শিখায়ে দেব 'লাহওল' তাদের।"—শুনি সে লা-হওল শব্দ অমনি শয়তান, তুফানের পত্রবৎ লাগিল কাঁপিতে; বারুদ বর্ত্তিকা পরে পড়িলে অনল, নাচে তাহা সে প্রকারে, নাচিতে লাগিল পাপী সেরূপে অস্থির। কহিতে লাগিলা খোদা—"লাহওলের অগ্নিবান, দেখ রে দুর্ম্মতি তুই করিয়া পরখ।—আমার হবিব যবে যাবেন ধরায়, শিখাবেন 'এ লাহওল' উম্মতে তাঁহার, তিষ্টিবি কেমনে তুই তাঁদের নিকট!—তবে সে বান্দারা, আমারে ভুলিয়া পূজা করিবে অন্যের, প্রেরিত রসুলে মোর কভু না মানিবে; ভ্রান্তবুদ্ধি তাহা সবা, অবশ্য খারাব তুই পারিবি করিতে। অস্থিসার ব্যক্তি তারা বুদ্ধিহীন জন, শক্তিহীন জ্ঞানহীন; তাদের লাগিয়া, এ দিকে নরক আমি রেখেছি গড়িয়া, অনলের কীট করি রাখিব অনলে। আর যারা বান্দা মোর, রসুলের কথা তারা করিবে শ্রবণ, তোর দিকে ফিরিয়াও কভু না চাহিবে। তাঁদের লাগিয়া, জেন্নত নির্ম্মাণ আমি রেখেছি করিয়া।" শুনিয়া সকল কথা, কাঁপিতে কাঁপিতে পাপী গেলা তথা হতে'। লাহওলের গুণ যদি করিলে শ্রবণ, গাও হে মোমেনগণ লাহওলের গুণ—

গজল। (৮)

ধর তওবার বান—ধর তওবার বান!
মার বুকে অগ্নিবান নাচুক শয়তান!
আওগ ফের আল্লাহ—নউজ বিল্লাহ!
লাহওল বলিয়া পাপীর ধর দুটি কান।
শয়তানির রজিম—দুষ্ট সে জালিম,
তাড়াও আবাস হতে পড়িয়া কোরাণ!

খোদার গুপ্ত কথা।

গম্ভীর অন্তর হতে ভক্তিভরা প্রাণে, নুরনবী অন্তিমিকে আছেন সেজদায়, অমনি গায়েবী বাণী হইল তাঁহারে;—"নবীর প্রধান তুমি হবিব আমার, বান্দেগী করিলে

বন্দে, আর করাইবে তব ওম্মত সকলে, সেই মহা সাধে তোমা করেছি সাকার, নির্ম্মাণ করিনু তোমা নিজ নূর দিয়া। নিরাকার আমি, তুমি সাকার হলেও, নিরাকার আত্মা তোমা করেছি প্রদান; করেছি আদমে আর। তাই বান্দাগান মম, আমার ক্ষমতা পাবে স্বল্প পরিমাণে। সেই ক্ষমতার বলে নিরাকার আমি, কোদরোৎ দেখিয়া আমা লইবে চিনিয়া।—তবে যারা শেয়তানের পড়িবে ফেরেবে, হইবে খারাব তারা, সুপথ ভাবিয়া পথ ধরিবে পাপের।—হুওল আউওলো তোমা হুওল আখের, হুওল বাতেনো করি হুওয়াজ্জাহের, দিয়াছি জনম আমি। আবার করিয়া তোমা সৈয়দুল মোর্সেলিন, খাতেমুন-নবিইন, পাঠাব ধরায়; তুমিই সর্দ্দার হবে, রবে আগে পিছে আর রাজ্যের আমার। তোমার বেহদ হাম্‌দে তুষ্ট অতিশয়, মোহাম্মদ নাম তাই রেখেছি তোমার। তোমার সমান, কোন প্যয়গম্বর নাহি পাইবে সম্মান। যে রোৎবা ওম্মৎগণ পাইবে তোমার, সে রোৎবা হেরিয়া, অবাক হইয়া রবে আম্বিয়া সকলে। আকাশ পাতাল আদি চন্দ্র সূর্য্য তারা, সাজায়েছি সৃষ্টি মোর, তোমারই সম্মান হেতু নূরীধর্ম্মে তব, গড়েছি ফেরেস্তা হুরী, বেহেস্ত দোজখ, গড়েছি আদমে আর, শেষনবী করি তোমা পাঠাব ধরায়। সর্ব্বজয়ী হবে তুমি, বোর্জগী তোমার, আর্শের সকল স্থল করিবে বিজয়। চন্দ্র সূর্য্য তারারাজি বেহেস্ত দোজখ, তোমারে সম্মানদান করিবে সকলে; তুমিই **লওলাকালামা খালাকৃতুল আফলাক্‌।** অতি জ্ঞানবান তারা, তোমার ওম্মৎগণ হইবে কহিনু, যে মোহা জ্ঞানের গ্রন্থ, **কোরাণ** নামেতে তোমা করিব প্রেরণ। তেমন উত্তম গ্রন্থ, অন্য কোন প্যয়গম্বর না পাবে আমার।

এরূপ শুনিয়া তবে, নিবেদিলা নূরনবী কাতর বচনে—"হুজুরের বান্দাগাণে, সহজে বান্দেগী তব পারিব করাতে, যদি দয়া করি, মতিগতি তাহাদের দেন সেইরূপ; নহে তো তাহারা, কিছুতে না হবে বাধ্য আমার কথার; লাঞ্ছিত হইব মাত্র তাহাদের আগে, নারিব করিতে কিছু।" এই বলি নতমুখে রহিলা নীরব।

আবার গায়েবী দেশা, হবিবে খোদার প্রতি হইল তখনি;—"কোনই বান্দারে রুচি না দিব তদ্রূপ;—দিব আমি তাহা সবা; জ্ঞান, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি কল্পনা প্রচুর; জাহের বাতুন বিদ্যা, অভিজ্ঞতাসহ দূরবীক্ষণ শকতি; সবের অধিক আর, তোমার ওম্মতগণ পাইবে কহিনু। কেন না কোরাণ আমি দিতেছি তাদের। সে গ্রন্থের পাঠে, ভালমন্দ পথ তারা পারিবে চিনিতে; লিপি দেখে লেখকের, সন্ধান করিয়া তারা লইবে সহজে। তারাও আমার মত, করিতে অনেক কাজ হইবে সক্ষম,

'মসন্নুয়ী' সম্ভব তাহা! ইচ্ছা অভিরুচি আর দিব তাহাদের, সেই অভিরুচি মতে, ভাল মন্দ যা চাহিবে পারিবে করিতে। দরেন্দা পরেন্দা আদি জীব জন্তুগণে, স্পৃহা করিব দান, গণ্ডিগত কাজ তার করিবে তাহারা, নির্ম্মাণ করিবে বাসা পালিবে শাবক। বন্দেগী তাদের তাই নাহি চাই আমি। কিন্তু নরনারীগণে, বাকশক্তি সংকারে, সীমাহীন জ্ঞানদান করিব বলিয়া; নেকী বদী তাহাদের মিজানে ফেলিয়া আমি করিব ওজন। দেখিব তাহাতে, জ্ঞানের ব্য'ভার তারা করিল কিরূপে। যে করিবে সু ব্যভার যাইবে জেন্নতে, কু ব্যভার করিবে যে যাইবে নরকে। জীব জন্তু সবাকারে, নর-নারী করি আমি করিব নির্ম্মাণ, প্রাণে প্রাণে দিব আর আসক্তি প্রবল; দিব আর পঞ্চ রিপু শরীরে তাদের, শয়তান পশ্চাতে রবে, মন্ত্রণা করিবে দান করিতে অন্যায়, দেখাবে পাপের পথ; ফেলাইবে ফাঁদে আর,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদমাৎসর্য্যের। তবে নিজ জ্ঞান হতে, যেজন সে পাপপথে না করি প্রবেশ, থাকিবে আমার ধ্যানে, লাহওলে করিবে দূর পাপিষ্ট শয়তানে; সেই তো আমার বান্দা হইবে খালেস্। তাহারি লাগিয়া আমি, রেখেছি করিয়া হেথা জেন্নত নির্ম্মাণ।—এই সব উপদেশ, ওম্মতে তোমার তুমি করিবে প্রদান; সৎপথে তায় তারা আসিবে নিশ্চয়।—এই এক খেলা আমি বিস্তারি ধরায়, দেখিব তামাসা বসি, আর এ খেলায়, তোমারে সর্দ্দারী দান করিলাম আমি। সম্ভ্রম মর্য্যাদা মান, ধরায় আকাশে তুমি পাইবে প্রচুর, আমার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করিনু তোমারে। সন্তুষ্ট কি নও তুমি, হেন মর্য্যাদার কাজ পাইয়া স্বকরে?"

এতেক কহিতে খোদা, কহিলেন নুর নবী ভাসি নেত্রনীরে—"তব পাক জাত হতে, রহম করম বিনা, সম্ভ্রম মর্য্যাদা মান না করি কামনা। যে কঠিন কাজে প্রভো! নিয়োজিতে অভাজনে চাহেন আপনি, বড়ই কঠিন তাহা। শয়তানের সাথে বাদ সাধিব কেমনে! শয়তানের দমে পড়ি ওম্মত আমার, সাজিবে তাহার চেলা, নিয়ত সহস্র পাপ করিবে ধরায়। খোদা রসুলের নাম ভুলিবে সকলি, বদ্‌কার গোনাহ্‌-গার হইবে সকলে।—তাদের কি শিক্ষা দিব, তারাই আমারে শিক্ষা দিবে কতরূপে! কত অপমান সয়ে, কতরূপে হয়ে আর প্রস্তর বর্ষিত, গলিত জন্তুর অন্ত্র পরিব গলায়, লানতের তওক প্রায়।—ভগ্নদন্ত লয়ে শেষ, কত পরিশ্রমে তবে, সেই সব গোনাহগার ওম্মত লইয়া, কালা মুখে আসি হব হুজুরে হাজির।—এখানে আসিলে যত দোজখের বীর, ধরি বীরবলে সেই গোনাহগারগণে, ফেলিবে অনল কুণ্ডে পাষাণ-পরাণে; কি ভীষণ ভাবে, আমার কলেজা চূর্ণ হইবে

তখন, একবার সেই কথা ভাবুন আপনি! তাহারা দোজখে গেলে, কোন কি মর্য্যাদা মান, সন্তুষ্ট এ অভাজনে পারিবে করিতে?—না চাই মর্য্যাদা মান, চাই আমি ওম্মতের উদ্ধার কেবল! তাদের মানেতে মান যখন আমার, অন্য মান কেন তবে করিব কামনা। দয়ার ভিখারী আমি হুজুরী দরগার।”

কহিলেন খোদাপাক বসি নিরাকারে,—“সে কথা এখন কেন হবিব আমার! মীমাংসা তাহার, সকলের সাথে হবে দিন কেয়ামতে। যে যাহা করিবে, উপযুক্ত ফল তার পাইবে সে জন। তবে এই মাত্র তোমা দিতেছি প্রবোধ; হবিব আমার তুমি, নিবেদন আবেদন যা কিছু করিবে, যতটা সম্ভব আমি রাখিব তোমার!—চতুর্গুণ জ্ঞান-গুণ, ওম্মতে তোমার যবে করিতেছি দান, দিতেছি **কোরাণ** আর; কেন না চিনিতে তারা পারিবে আমারে?”

গজল। (৭)

جب سے دل و جان دیکر ہوا مسلمان
تب سے تو نہ پوجا کوئی بت یا شیطان
چھوڑ دی حرام کاری
بے ایمانی شراب خواری
پاک صاف ہوکر تازہ کرلیا ایمان
جب نہ تھا ایمان میرا
البتہ پتھر مارا
ہر بات سے ناراض کیا آپکو پریشان

গজল। (৮)

আমার মুখে থুথু ফেলে দিও তুমি নবি—জি!
আমায় ধরে জুতা খুলে মেরও তুমি নবি—জি!
পাপে আমি গেছি পচে—নেকী না করিনু বেঁচে;
তোমার হাতের আশা ভুলে মেরও তুমি নবি—জি!
না ভাবিনু খোদা নবী, আঁকনু প্রাণে পাপের ছবি,
দিয়া আমার গামছা গলে মেরও তুমি নবি—জি!

ঐ থুথু ঐ জুতা লাথি, করবে ওগো আমার গতি,
দয়া করে তুলে ফেল—মের তুমি নবি—জি !

গজল। (৯)

খোদার সাথে যুঝিব বলে দেখ গো কেমন সেজেছি বীর !
দোজখ ভরিয়া বেতন দিছি, তাহারি হবিবে করেছি পীর।
নামাজ রোজার পরেছি জেরা, হজের তাজে মস্তক ঘেরা,
করেতে কল্মার ঝলকে অসি, পিঠেতে বেঁধেছি জাকাত তীর।
রোজাবাজি মম সেজেছে সেনা, না খেয়ে যুঝিতে ডরে না ডরে না!
সমর সাধিব খোদাকে হারাব, জেন্নত কাড়িব করেছি স্থির।
অতিথি পতিত এতিম মিস্কীন, অন্নাদি সতত করেছি দান,
তাহারা আমার সেজেছে সাক্ষী, ডরে না অনল অনিল নীর।
যেথা যা পেয়েছি উপায় করি, বিলায়ে দিয়েছি গরিবে ধরি
খোদায়ে রেখেছি দেনদার* করি, আমি মহাজন উন্নত শীর

হজরৎ হাওয়া পয়দা।

জেন্নতে আসিয়া এবে হজরৎ আদম, রহিলা অসীম সুখে। দুখদাহ নাই তথা পীড়া মরমের, অসুখ বিসুখ কোন, চিরানন্দ স্থল সেই অতি মনোহর। বহুবিধ ফলফুলে সদা সুশোভিত। আনন্দে জেন্নতী-মেওয়া করিয়া ভক্ষণ, লাগিলেন অতি সুখে কাটাইতে কাল। আদেশ দেছেন খোদা, ভক্ষণ করিতে ফল আছে যতরূপ, নিষেধ করিলা মাত্র খাইতে গন্দম—'লা তাকরাবা হাজেহিশ্‌শাজারাতা' ফতাকুনা মেনাজ্জালেমীন্।—না খাও গন্দম তুমি, বিবিধ বিপদে তায় পড়িবে নিশ্চয়। পরন্তু আদম, গন্দমের দিকে মুখ নাহি করিতেন। নাহি যাইতেন তথা, নাহি রাখিতেন মনে লালসা তাহার। সকল দিকেই সুখ পাইলা আদম; একমাত্র দুখ এই একেলা তথায়; নাহি কোনরূপ সঙ্গী, উচাটন মন তার থাকিতেন সদা।

* কর্জে হাসানা দিয়াছি। ইহা হজরৎ ওবেরেস করনীর গজল।

তবে খোদা নিজগুণে হজরৎ আদমে, করিলেন নিদ্রাতুর ; হজরৎ আদম তায়, একস্থলে তরুতলে করিলা শয়ন। ফেরেস্তার পরে এবে হইল আদেশ—"চিরি তুমি আদমের বামের পঞ্জর, সেই স্থল হতে, সুন্দরী রমণী এক করহ বাহির। আদম দেখিয়া যেন, সে নারী উপরে হয় আসক্ত বিষম। মনোহরা সে নারীর নাম রাখ হাওয়া।" ফেরেস্তা, আদেশ মত, আদম-পঞ্জর হতে, করিলেন মনোহরা হাওয়ারে বাহির, দিলেন বসায়ে তাঁরে আদমের বামে। জাগিলা আদম যবে, হেরিলা কৌতুকে, অতি রূপবতী এক বসি তাঁর পাশে। মধুসম্ভাষণে তিনি, সে নারী রত্নের পানে চাহি জিজ্ঞাসিলা। "কে তুমি এখানে, বসিয়া জ্বলিছ পাশে রূপের প্রদীপ ?" কহিলা হজরৎ হাওয়া—"আপনার ঐ বাম পঞ্জর হইতে, গঠিত হয়েছি আমি আদেশে খোদার। একেলা আছিলে তুমি, সঙ্গিনী আমারে তিনি করিলা তোমার ; তোমারে আমার আর।"

বিবাহ।—এতেক কহিতে হাওয়া, চাহিলা আদম তারে করিতে চুম্বন, কহিলা তখন হাওয়া—"না কর পরশ মোরে পরনারী জ্ঞানে। আমার মোহর দিয়া বিবাহ করিয়া, হালাল করিয়া লও!" এরূপ শুনিয়া, কতক্ষণ ধরি চিন্তা করিলা আদম, খোদার দরগাহে তবে করিলা ফরইয়াদ। "কি আছে আমার কাছে, কি মোহর দিয়া, হজরৎ হাওয়ারে আমি করিব বিবাহ ?" তখনি আইল অহী।—"আমার নূরেতে পয়দা, হবিব আমার, মোহাম্মদ নাম তাঁর। তাঁহার উপর, পড় তুমি দশবার দারুদ শরিফ ; তাহাই মোহর হবে বিবাহে তোমার।" খোদার আদেশ মত তখনি আদম, পড়িল দারুদ নূর নবীর উপর, করিলা তারিফ কত। মোহর হইল তাহা হজরৎ হাওয়ার। ফেরেস্তা হুরীতে মিলি, দিলেন পড়ায়ে তবে নেকাহ তাঁহাদের। আনন্দে ভাসিয়া গেল স্বর্গীয় মজলেস্। গাহিলেন হুরীগণ, হবিবে খোদার নামে মধুর সঙ্গীত।—

গজল। (১০)

যার নামেতে খোদা ভোলে—সে নাম ভুল না,
(ওরে মন সে নাম ভুল না।)
যে নাম খোদার আর্শে ঝলে—সে নাম ভুল না।
যাঁরে খোদা হবিব বলে, রাখেন তুলে নাজের কোলে,
পার পাইবে যে নাম বলে—সে নাম ভুল না।

বাকে তুমি যে নাম নিলে, দশটি এনাম তোমার মিলে
যাব সে নাম গেঁথে গলে—সে নাম ভুল না!
সে নাম শুনে আকাশ হাসে, জলের উপর পাথর ভাসে,
যে নাম নিলে স্বর্গ মিলে—সে নাম ভুল না!
মোহাম্মদ মোস্তফা নবী, হারাণো এমন চাবি,
জান্নতের দ্বার যাতে খোলে—সে নাম ভুল না!
যে নাম তুমি তুলে নিলে, পাপ ধুয়ে যায় সাবান-জলে,
সহজে পার পা'বে পোলে—সে নাম ভুল না!
পাহাড় পাথায় যে নাম লেখা, গাছের গায়ে নামের রেখা,
পদ্মার 'ওবা' যে নাম নিলে—সে নাম ভুল না।

কতিপয় কঠিন কথার টিকা।—সুবা বাঙ্গালার সর্বজন পরিচিত মওলানা হাজি রুহুল আমিন সাহেব, এই মৌলুদের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া এবং যাহাতে ইহা লোক সাধারণ ও মওলানাগণের নিকট সহী মৌলুদ বলিয়া পরিগণিত হয় তজ্জন্য, তিনি এই গ্রন্থের উপর অনেক পরিশ্রম করিবার পর, আমাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন; সেই উপদেশানুসারে নিম্নের টিকা গুলি প্রকাশ করা হইল ;—

খোদা ভোলে—অর্থাৎ খোদা সেইরূপ খোশ হন, যেমন তিনি বান্দাদের এবাদতে খোশ হন। ফাকতুব নহে—মাযাকতুব ইয়া রবিব। দারুল এসলাম নহে—দারুসসালাম। জেন্নত নহে—জান্নত।

হজরৎ মোহাম্মদের (দঃ) এন্তেকালের পর জিব্রাইল (আঃ) ধরাধামে আসিতে পারেন, কিন্তু অহি লইয়া আসিবেন না। খোদার নূরে মোহাম্মদ (দঃ) পয়দা।—এরূপ কথার অর্থ এমন ভাবিবেন না যে—যে নূরে খোদা পয়দা সেই নূরে তাঁহার রসুলও পয়দা হইয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, খোদার রচিত নির্ম্মিত, বানান বা সৃষ্ট নূর হইতে তিনি হজরৎ মোহাম্মদকে পয়দা করিয়াছেন। যখন খোদার আকৃতি বা পয়দায়েশ নাই, তখন খোদার নূর, বলিলে, তাঁহার নির্ম্মিত নূর বুঝিতে হইবে। দেখ আমা পানে চাহি, নূরের চেহারা মম কত চমৎকার।—খোদা যখন নিরাকার, কোন স্থলেই বর্ত্তমান নহে, অথচ সকল স্থলেরই সংবাদ রাখেন, তখন তাঁহার চেহারা কোথায় যে, তিনি কোন দৃষ্টির গোচর হইতে পারেন। এখানে অর্থ এই যে—'আমি তোমাকে যে এক অপূর্ব্ব নূর হইতে নির্ম্মাণ

করিয়াছি এবং তোমার সেই নূরীবর্ম্ম হইতে জাহান পায়দা করিতে চাহিতেছি। আমার সেই নূরের জ্যোতির দিকে চাহিয়া দেখ! (দেখ আমা পানে চাহি—look at me অর্থাৎ আমার দিকে মোথাতেব হও ও আমার কৃত নূরের চেহারা বা সৌন্দর্য্য সকল দেখ।) অর্থাৎ—যদি আমাকে মানসের নয়নে দেখিতে চাও, তবে আমার নির্ম্মিত পদার্থ সকল পাঠকর, সেই লিপি পাঠ করিলেই লেখককে চিনিতে পারিবে।—ঐরূপে আমাকে চিনিয়া লইবার ক্ষমতা, আমি তোমাকে দিয়াছি। অতএব চিনিতে পার কি না তাহার পরখ করিতেছি।

ফেরেস্তার পরে তবে হইল আদেশ—(খোদা কথা বলিলেন, আর সেই শব্দ ফেরেস্তার কানে পৌঁছিল,) এখানে সে অর্থ নহে—খোদা আদেশ করেন আত্মাকে, আত্মা তখন, সেই আদেশ পালন করিতে উদ্যত হয়। অর্থাৎ খোদা যখন যাহাকে কোন এক সৎকাজ করিবার আদেশ করেন, তখন সে ব্যক্তির মন সেই কাজ করিতে ঝুঁকিয়া পড়ে। পক্ষান্তরে শয়তান যখন যাহাকে মন্দপথে যাইবার বা মন্দ কাজ করিবার পরামর্শ দেয়, তখন সে লোকের মন মন্দ করিতে উদ্যত হয়।

পাঠক মহাশয়!—আরবী, ফার্সি এবং উর্দ্দু শব্দাদি পড়িবার সময়ে নিম্নলিখিত অক্ষরের ঠিক পরিচয় মনে রাখিবেন। ইদানীং অনেক লেখকই س এর স্থলে 'ছ' অক্ষর লিখিয়া থাকেন। ইহা দারুণ ভুল। 'ছ' অক্ষরের শব্দ چھ অতএব 'ছ' কেমন করিয়া س এর স্থলে বসিতে পারে। আমরা অনেক ভাবাগণা ও অনুসন্ধানাদি তর্ক বিতর্কের পর, অক্ষর ও শব্দের পরিচয় নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

স = ص س ث * ত্ব = ط * জ = ض ز ذ

ক = ق * খ = خ * জ = ح * শ = ش * য় = ع * ছ = چھ

স্থান বিশেষে ی = ا যেমন শায়তান, পায়গম্বর, হেয়র ইত্যাদি।

শায়তানের দস্তবাজী!

লানতের তওক পরি আইল ইব্‌লিস্, হজরৎ আদম্ আর হাওয়ার নিকট, বলিতে লাগিল কথা মহব্বত দেখায়ে।—"না ভাব এমন মনে খোদাতায়ালা তোমা দোঁহা, রাখিবেন চিরকাল সুখের জান্নাতে;—যেতে হবে ধরাধামে, খেতে হবে চাষ দিয়া ফলায়ে ফসল!" পুছিলা হজরৎ হাওয়া—"কেমনে তোমার কথা করিব বিশ্বাস?—একে তো শায়তান তুমি, লানতের তওক পরে এসেছ এখানে; তোমার দমেতে, যে জন পড়িবে সেই হইবে খারাব।"

কহিল শয়তান এবে, হজরৎ হাওয়ারে লয়ে বিরল গোপনে। "খোদার অবাধ আমি হয়েছি নিশ্চয়, করিব সকল কাজ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিজ্ঞা আমার তোমাদের মন্দ আমি কভু না করিব।—জান কি গো কি কারণে, তোমা দোঁহা খোদ পাক করিলা নির্ম্মাণ!—কওল খোদার তবে শোন তোমা বলি।—"**ওকাসাম হোমা ইন্নি লাকোমা ল'মেনাল্ নাসেহীন।**" হিতাকাঙ্ক্ষী আমি তব; কসম করিয়া তোমা বলিতেছি শোন—'এক বান্দা হতে, আবাদ করিবে খোদা ধরণী তাঁহার।' সেই বান্দা—সেই বান্দা, হজরৎ আদম! বল দেখি তবে, জান্নত ছাড়িতে তোমা হবে কি না হবে? ধরায় যাইয়া তোমা নানা পরিশ্রমে, ফলায়ে গন্দম আদি ফলমূল চয়, ভক্ষণ করিতে হবে।—খোদার বিরুদ্ধ আমি, যাতে খোদা নাহি পারে, আবাদ করিতে তাঁর সাধের ধরণী; তোমরা যাহাতে আর, চিরস্থায়ী হতে পার এই স্বর্গধামে, আমার কামনা তাই।—খোদার উপরে জয়, লভিবার পন্থা যত জানি আমি সব; জানি আমি যা করিলে, জান্নত হইতে তোমা নারিবে এড়াতে।

গন্দম ভক্ষণ।—এরূপ শুনিয়া তবে হইলা চিন্তিতা অতি হাওয়া রূপবতী, শয়তানে আপন ভাবি কহিলা তখন—"কি করিলে কহ শুনি, চিরস্থায়ী এ জান্নতে পারিব হইতে, বল তা খুলিয়া শুনি।" কহিল শয়তান শুনি হাসি মনঃতলে, —পাছে তুমি এ জান্নতে হও চিরস্থায়ী, সেই তো কারণে মাত্র, গন্দম খাইতে খোদা করিলা নিষেধ। ঐ শস্য ফলাইয়া, খাইতে হইবে তোমা যাইয়া ধরায়। এখানে থাইলে, ঐ শস্য আর তোমা না হবে ফলাতে, না হবে যাইতে মর্ত্ত্যে। অতএব বলি শোন, জান্নতে থাকিবে যদি চিরস্থায়ী হয়ে, খাও তবে মনানন্দে গন্দম তোমরা। কর যদি এই কাজ, তোমরাও চিরস্থায়ী হইবে জান্নতে, আমিও করিব পণ্ড খোদার খেয়াল। অগত্যা খোদাকে, ধরায় পাঠাতে হবে আবার জেন্নাত। এরূপ শুনিয়া হাওয়া অতি কুতুহলি, খাইলা গন্দম তুলি, খাওয়াইলা আর তাহা হজরৎ আদমে। শয়তানের ফেরেবেতে পড়ি সে অবলা, করিলেন সর্ব্বনাশ।

আদম ধরায়।—গন্দম পড়িতে পেটে, অমনি তাঁহারা, মলমূত্র ত্যাগ হেতু হইলা অস্থির; নাচার হইয়া শেষ, খোদাকে ইয়াদ করি লাগিলা কাঁদিতে। অমনি খোদার অহি, আদমের আত্মা পরে পাইল প্রকাশ—"**কোল নাহবেতু মিনহা বায়জোকুম, লেবাজিন আতুভ।**—দূর হও এবে তুমি

বহুবিধ কলহে ফাঁশিয়া।" ফেরেস্তা সকলে আসি, বেহেস্তী পোষাক তাজ লইলা খুলিয়া, উলঙ্গ করিয়া দিলা ফেলি সরন্দীপে, জেদ্দার ময়দানে আর হজরৎ হাওয়ারে। দুইদিকে দুইজন হইয়া একেলা, হইলা চঞ্চল অতি উভয় হজরৎ। এরূপে পৃথক হয়ে, হজরৎ হাওয়ার তরে কাঁদিলা আদম, কিন্তু খোদা আর দয়া নাহি দেখাইলা।

খোদার বন্দনা।

চাহ বান্দা পানে খোদা কৃপা আঁখি তুলে!
গোনার সমুদ্রে ভাসি দেহ তুলে কুলে!
আলিমোল আজিম ওগো রউফোর রহিম,
তোমারিই ভরসা করি হাকিমোল করিম,
রহমানোর রহিম তুমি আউয়োল কদিম,
তোমারে কেমনে আছি ভুলে?
মোমেয়েমোল মোত্তাকিন আজিজোল জব্বার,
হাকমোল আলিম তুমি জব্বারোল কাহ্হার,
হান্নানোল মান্নান একা আজিজোল গফ্ফার
রাখ এ আসিকে ছায়াতলে।
সামাদোল মাবুদ তুমি শাকুরোল ওদুদ,
কাদেরোল মোকতাদের কাদমোল আখের,
জব্বারোল মোতাক্কাব্বের আউওলোল আখের,
ডাকি তোমা সকাল বিকালে।
মালেকোল কুদ্দুস তুমি হাসিবোশ্ শহিদ,
রহমানোদ্দইয়ান ওগো ওদুদোল হামিদ,
নাজেদোশ্ শহিদ তুমি হাকিমোর্রাশিদ,
সুপথ আমারে দেহ বলে।

তিন শত বৎসর ধরিয়া, কাঁদিলেন এইরূপে হজরৎ আদম, খুঁজিতে খুঁজিতে তবে, আসি উপজিলা তিনি আর্ফাৎ ময়দানে। একদিন সেই স্থলে ভাবিতে ভাবিতে, এক মনোহর কথা উদিল অন্তরে, অমনি তখনি তিনি, দরগাহে খোদার কাঁদি যাইলা সেজদায়। "ওগো তুমি পাকজাত পরওয়ারদেগার, নূরনবী মোহাম্মদ

হবিব তোমার, তারই ওসিলায়, এ গোনাহ্ আমার মাফ করে দাও তুমি।” এই বলি নীরনেত্রে লাগিলা কাঁদিতে।

অমনি গায়েবী বাণী হইল তাঁহারে,—“বেহেস্তে থাকিয়া, ঐ নাম করি কেন না চাহিলে মাফ, তোমারে যে ধরাপরে না হ’ত আসিতে।” এরূপ শুনিয়া তবে হজরৎ আদম, তুলিলা মস্তক যবে হজরৎ হাওয়ারে পার্শ্বে করিলা দর্শন। আনন্দে ভরিল প্রাণ, দু’জনে তাঁহারা, আর্ফাতে মসজেদ এক করিলা নির্ম্মাণ, রহিলা পরম সুখে। পুত্রকন্যা তাঁহাদের হইল বিস্তর, বিভিন্ন মতের তারা হইল সকলে। প্রসবিলা হাওয়া বিবি প্রত্যেক প্রসবে, এক পুত্র এক কন্যা, সেরূপ চল্লিশ বার করিলা প্রসব। তারপর শেষ বারে, এক পুত্র মাত্র তিনি করিলা প্রসব, শিস পয়গম্বর তিনি বিদিত জগতে। কপালে তাঁহার, হবিবে খোদার নূরী ধর্ম্মের সৌন্দর্য্য যত আছিল প্রকাশ। অবশিষ্ট সহোদর হজরৎ শিসের, শয়তানের দমে তারা পড়িল সকলে, আপসে বিবাদ করি, দেশ দেশান্তর করি করিল বসতি। তাই এই ধরাতলে, বিবিধ ধর্ম্মের সৃষ্টি, হইল যেমন তুমি দেখিছ নয়নে।

হজরৎ আদম হতে যে কুলটী ধরি, নূরনবী মোহাম্মদ আইলা ধরায়,

প্রকাশ রহিল তলে সেই কুর্সিনামা—

হজরৎ মোহাম্মদের কুর্সিনামা।

১।	আদম।	১৮।	আজর।	৩৫।	কেনানাহ।
২।	শিস।	১৯।	এব্রাহিম।	৩৬।	নজর।
৩।	আনুশ।	২০।	এসমাইল।	৩৭।	মালেক।
৪।	কনুইয়ান।	২১।	কেয়দার।	৩৮।	ফহর।
৫।	মাহলায়েল।	২২।	হামল।	৩৯।	গালেব।
৬।	ইলইয়ান।	২৩।	শোবুত।	৪০।	লুই।
৭।	মতুশলাহ।	২৪।	সোলেমান।	৪১।	কায়াব।
৮।	লামেক।	২৫।	জমিরে।	৪২।	মরাহ।
৯।	নূহ।	২৬।	ওদাদ।	৪৩।	কেলাব।
১০।	সাম।	২৭।	আদদ।	৪৪।	কোসা।
১১।	আরফখশদ।	২৮।	আদনান।	৪৫।	আব্দ মানাফ।

১২।	শালখ।	২৯।	মায়াদ্।	৪৬।	হাশেম।
১৩।	গ্যাবর।	৩০।	নাজ্জার।	৪৭।	আবদুল মত্তলেব।
১৪।	কালেগ।	৩১।	মজর।	৪৮।	আবদুল্লা।
১৫।	আরগু।	৩২।	ইলইয়াস।	৪৯।	হজরৎ মোহাম্মদ। (দঃ)
১৬।	শারুগ।	৩৩।	মদর।		
১৭।	নাহুর।	৩৪।	খজিমা।		

হজরৎ আবদুল্লাহ।

একদা বসিয়া আসি পিতার নিকটে পিতা-মহুলে-থোদার; কহিতে লাগিলা আর, এক মনোহর বার্ত্তা অতি চমৎকার।—"আশ্চর্য্য ঘটনা এক, আমার উপরে পিতা পেতেছে প্রকাশ! হেন অপরূপ কথা, কভু না দেখিনু চোখে না শুনিনু কানে।—কাবাবার মন্দির পানে করিলে গমন, হাবল জাবল আদি মূর্ত্তি তথাকার, কাঁদে সকাতরে তারা আমারে হেরিয়া, বলে এইরূপ আর—'এসনা আবদুল্লা তুমি আমাদের দিকে, সর্ব্বনাশ আমাদের ঘটিবে তাহাতে।' আবার কখন, আকাশ সম্ভব এক আলো মনোহর, স্নিগ্ধোজ্জ্বল অতিশয় উত্তাপ বিহীন; মেরুদণ্ড হতে মম পাইয়া প্রকাশ, হয় তাহা দুই খণ্ড। একখণ্ড যায় চলি পশ্চিমের দিকে, অন্য খণ্ড পূর্ব্ব পানে। তবে তারা পুনরায় উদিয়া আকাশে, মেঘের আকার ধরে; নূরী চাদরের প্রায়, করে ছায়া আমা পরে ভাসিয়া আকাশে। যে দিকে গমন করি, সেই মেঘ ছায়া ফেলি চলে সাথে সাথে! না পারি বুঝিতে পিতা হেতু সে কথার, স্তম্ভিত হইয়া রই। বসি যদি আসি কোন শুষ্ক তরুতলে, তরুর উপরে আসি দাঁড়ায় সে মেঘ; তখনি সে তরুবর, সেজে যায় ফল ফুলে হরিত পাতায়, করে ছায়া আমা পরে নোয়াইয়া শাখা। শীতলতা সে ছায়ার, নারি বিবরিতে আমি মরি মনোদুখে।—মৃত্তিকা উপরে যদি বসি কোন স্থানে, মধুময় বাণী কত শোনায় ধরণী—'সালাম তোমায় তুমি, খাতেমুল নবিইন, তাঁহার জনক। তপনের তাপতলে ফাঁকায় যখন, করি গো গমন আমি, সেই জ্যোতির্ম্ময় মেঘ বিজলী উজ্জ্বল, পড়ে আসি মেরুদণ্ডে কিরণ তাহার, থাকে প্রবেশিতে তথা, বড়ই আনন্দ প্রাণে পাই সে সময়। সেই সুখ সে সময়ে করি অনুভব, কি সাধ্য আমার আমি পারি বিবরিতে। সে সুখ স্বরগে গিয়া, পাওয়া যায় কিনা তায় সন্দেহ আমার।—যে পথে গমন করি, জীব জন্তু ছাড়ে পথ দেখায় আদব। যেন বা ফেরেস্তাগণ থাকি নিরাকারে, নানারূপে

উপদেশ দেয় জন্তুগণে, বলিতে থাকেন আর—"আর্শের সওয়ারী যায় রছুলে খোদার, ছেড়ে দাও পথ সবে দাঁড়াও আদবে।

ইয়া রব্বে সাল্লে ও সাল্লেম দায়েমান আবাদা
আলা নবিয়েকা খেয়রেল খালক্কে কুল্লেহিম।

গজল। (১১)

সাহেবে মেয়রাজ সওয়ার পোস্তে আবদুল্লার।
দেখ্ রে যত জীব জন্তু দেখ্ না সে বাহার!
শানে মোহাম্মদী—নয়ন কোণে রাখ রে এঁকে
দেখ্ রে কত শান শওকৎ হবিবে খোদার!
খোদা যাঁরে নূরে—বিরচি, তাঁর ঘর্ম্মনীরে—
বিরচিলা আকাশ পাতাল, সুখের চরাচর।
আর্শ আঁধার করে—এলেন্ তিনি ধরাপরে
আঁধার হরা হাস্‌বে এবার, দেখনা চমৎকার!

শুনি এ কাহিনী পিতা আবদুল মৎলেব, কাঁদিলা অন্তর তলে বিরল গোপনে, হাসিলা নয়নে আর। নীরব থাকিয়া তবে, কতক্ষণ পর তিনি লাগিলা কহিতে। ---"তৌরিত ইঞ্জিলে তুমি দেখেছ পড়িয়া, আহম্মদ নবীর নাম, আর সেই নবী, মোহাম্মদ নাম ধরি, যে ভাবে এ ভবতলে পাবেন প্রকাশ, তাও তুমি দেখিয়াছ গ্রন্থদ্বয় মাঝে।—খোদার নির্ম্মিত নূরে গঠিত সে দেহ, উজ্জ্বল বিজলী রাগে; যে ভাবে কহিলে তুমি, ঐ ভাবে সেই সৈয়েদোল মোর্সেলীন, পশিবেন পিতৃদেহে। পিতার শরীর তায়, ভরিয়া যাইবে যত এলাহির নূরে, বিকাশ পাইবে আর শোভা স্বরগের। জনকের পোস্ত হতে তবে নূর নবী, চালিত হবেন স্বীয় জননী-জঠরে। সেই সূত্রে সে জননী, পাইবেন রূপ এক স্বর্গীয় সম্ভব—" কহিতে কহিতে, মৎলেবের চক্ষুর্দ্বয় ভরিল সলিলে; কতক্ষণ ধরি তবে চিন্তিলা অন্তরে---'আবদুল্লারে এবে আমি হারাব নিশ্চয়! ইঞ্জিলে প্রকাশ আছে, পিতার সহিত, আখেরী নবীর নাহি হইবে সাক্ষাৎ। কিছুদিন পর, জননীও স্বর্গবাসী হবেন তাঁহার।—অতএব আমি, পুত্রসহ পুত্রবধূ হারাব দু'জনে—এই বলি ঘন ঘন মুছিলা নয়ন।

ক্ষণকাল চিন্তা তবে করি এইরূপে, কহিলা সম্বোধি পুত্রে। "তুমিই হইবে পিতা আখেরী নবীর।—ভবসাগরের সেতু জন্মিবেন তিনি, নাদেম আদমজাতে করিবারে পার। হজরৎ আদম হতে (৬৭৫০) ছয় সাত পাঁচ শূন্য বৎসরের পর,

ধরাতলে আবির্ভূত হইবেন তিনি; ধর্ম্মগুরু জগতের, দিন দুনিয়ার মাঝে সর্দ্দার সবার। সেই দিন পূর্ণ যবে, নিশ্চয় সে পাকতনু পাইবে প্রকাশ। আনন্দের কথা ইহা ভাগ্যের বিষয়, তুমি যদি হও সেই নবীর জনক। প্রতিমা সবার শত্রু হইবেন তিনি। এ আরব দেশ হইবে প্রতিমশূন্য প্রতাপে তাঁহার। সেই সূত্রে মহা দ্বন্দ্ব, বাধিবে কোরেশ সহ হবিবে খোদার। তাই তোমা সাবধান করিতেছি আমি, এ কথা প্রকাশ নাহি কর কোন স্থানে।"

কহিলা আবদুল্লাহ শুনি পিতার চরণে;—"আমাদের খোদাগণে ধ্বংসিবে যে জন, উত্তম তাঁহারে পিতা বলেন কেমনে?" আবদুল মত্তলেব তায় করিলা উত্তর,—আমরা সকলে, আছিলাম এস্মাইল নবীর উম্মত। ধরায় হজরৎ ঈসা আসিবার পর, ইউরোপে সে ধর্ম্ম তাঁর, সীমা হতে সীমান্তরে পাইল প্রকাশ। তখন সে দেশবাসী প্রতিমা করিতে চূর্ণ যত সে দেশের, হইলা প্রস্তুত সবে। গোঁড়া পৌত্তলিক যত নিরেট বর্ব্বর, প্রতিমা লইয়া তারা আইল পলায়ে, বসতি করিল এথা, আমাদের দেশে। তাহাদের সাথে মোরা, মাখামাখী ভাবে বাস করিতে করিতে, দেখাদেখি তাহাদের, আমরাও ধীরে ধীরে হই পৌত্তলিক। পূর্ব্বকালে আমরা গো ছিলাম এসলাম। বহুদিন ধরি, ধর্ম্ম উপদেশ কোন না পাইনু তাই, হইনু পতিত জাতি। তাই হীনজ্ঞানে, করিতে লাগিনু সবে প্রতিমার পূজা। আমা সবাকার মতি ফিরাবার তরে, আপনি বিধাতা এবে, হবিবে তাঁহার, দিতেছেন পাঠাইয়া এ ধরা আঁধারে। এত দিন পরে, সত্যধর্ম্ম চরাচরে পাইবে প্রকাশ, উচ্চবুদ্ধি প্রতি শিরে। শ্রেষ্ঠ পয়গম্বর তিনি স্বর্গ-কোহেনূর, অতুল যশস্বী আসি হবেন ধরায়। পরশে তাঁহার, খুলিবে স্বর্গের দ্বার, নিষ্ঠীবনে নিবাইবে নরক-অনল, হইবে কুসুম-বন। মান-মর্য্যাদায় আর, সকল নবীর শ্রেষ্ঠ, হবিব-খোদার তিনি কি কব অধিক। চন্দ্র সূর্য্য, তারারজি, আস্মান, জমিন, তরুলতা, পারাবার, পর্ব্বত, কান্তার, সকলে করিবে তাঁর বশ্যতা স্বীকার।—এই যে তণ্ডুল তুঁষে, মিশ্রিত হইয়া আছি আরবী আমরা, এর প্রতিকারে, আসিছেন স্বর্গ হতে কুলা বিধাতার। সেই কুল্ল-ফাসে, তণ্ডুল পৃথক হবে, যাবে তুঁষরাশি আর পুড়িতে অনলে। জান তো কিরূপে, চির পৌত্তলিক তারা কোরেশ-কামিনী, আমিনার প্রতি রাখে শত্রুতা প্রবল! এই গর্ভকথা যবে করিবে শ্রবণ, যাইবে হিংসায় জ্বরি, যাদুটোনা নানাবিধ করিবে নিশ্চয়; চেষ্টিবে তোমারে কিংবা বধিতে তাহারে। অবশ্য সফল কাম না হইবে তারা, হবিবে খোদার পরে, কাহারও ছুরিকা কার নহে করিবার—তথাপি গো সাবধান হওয়াই উচিত।

গজল। (১২)

বালাগাল ওলাবে কামালেহী—কাশাফাদ্দোজাবে জামালেহী,
হাসোনাৎ জমিও খেসালেহী—সল্লু আলায়হে ওয়ালেহী।

ہمارے حضرت کی تعریف سنو   دل و جان بھرکے کچھہ بھی مانو
سب سے وہ بہتر سب سے اعلیٰ   خدا کا حبیب کرکے تو وہی
বালাগাল ওলাবে কামালেহী—কাশাফাদ্দোজাবে জামালেহী ইত্যাদি।
علم و حلم سے ہے تو پیدا   راہ نما دیکھو بھرکے وہ صیدا
اسی کے کلمے سے ہوں مسلمان   وہی کلمے جانو تم سب سے سچی
বালাগাল ওলাবে কামালেহী—কাশাফাদ্দোজাবে জামালেহী ইত্যাদি।
خدا نے آپکو جسدن بلایا   نعمت کیا کیا مجھسے اسکی دلایا
اس عبدہ دل کو اسیلئے جلایا   انکو میں بھولوں کیسے کبھی
বালাগাল ওলাবে কামালেহী—কাশাফাদ্দোজাবে জামালেহী ইত্যাদি।

হবিবে খোদার ধরায় আগমন।

রবিয়োল-আউওল চাঁদে, দ্বাদশ নিশায়, নবীবর মাতৃগর্ভে লইলা জনম পশিলে পবিত্রনূর শেকমে মায়ের, জননী-শরীরে, দিকাশিল সেই নূর আলোর রাগে স্বর্গকন্যা প্রায় তাঁর, রূপে নিরুপমা তিনি হইলা তখন। সে রূপ-মাধুরী হেরি, মক্কা কোরেশ কন্যা চমৎকৃতা অতি, অবাক রমণীগণ; না পায় ভাবিয়া কেহ, আমিনা রূপরাগ বাড়ে কি কারণে। হুরী-নিন্দি রূপ, নিরঞ্জন অতি, না রহে পিপাসা ক্ষুধা, সুধামাখা সে বদন করিলে দর্শন। যে সব কোরেশ-কন্যা, আবদুল্লার তরে প্রাণে আছিল মরিয়া, না পূরিল মনোসাধ, আমিনা সে সাধে বাদ সেধেছে যাদের আমিনার রূপ হেরি, জ্বলিতে লাগিল এবে অন্তরে অন্তরে। মরণ কামনা তার অবিরত আমিনার লাগিল করিতে। এনান হিংসুক জাতি হয় পৌত্তলিক।

নবীজির আগমনে, সাত বৎসরের পর, অজস্র হেজাজে বারি করিল বর্ষণ দুর্ভিক্ষ হইল দূর বহুদিন পরে; জীবন পাইল তরু, ফল ফুলে সুশোভিত হইল হেজাজ। জন্তু যত প্রাণ ভরে পাইল আহার, বাঁচিল পরাণে পাখী। বিহঙ্গ চারিদিকে উড়িল আকাশে; নবীজির গুণগান, গাহিয়া গাহিয়া তারা ঘুরিল চঞ্চল আনন্দ করিল কত যার যে ধরণে। মক্কা আক্রমণে আসি আবুরাহা রাজন, পড়িল

পদে পাপী। বিহঙ্গম-দল, তাড়াইল তাহা সবা কঙ্কর বর্ষণে। শয়তান সদলবলে ল পলাইয়া, হেজাজী-হজরতে হেরি, আবু কোবায়েসে গিয়া বসিল লুকায়ে। ায়াবার মন্দিরে তথা, পড়িল উপড়ি যত-প্রতিমা নিৰ্জ্জীব; প্রত্যেক গার্হস্থমূর্ত্তি ড়িল গড়ায়ে, নাক মুখ কর্ণ বাহু ভাঙ্গিল তাদের। কাফেরী আক্কেল-বলে, ঘোর মঙ্গল তায় গণিল কোরেশ। যে সকল নারী-ছিল, অনুরক্তা অতিশয় আবদুল্লার রে, মনে মনে কায়মনে ছিল বিকাইয়া, হিংসায় তাহারা সবে, মরিতে লাগিল এবে টিয়া পরাণ। দুইশত নারী তারা, হিংসার অনলে পড়ি লাগিল পুড়িতে। পৌত্তলিক হিংসাদ্বেষ দেখ কি প্রবল! মনেই জন্মায় ইহা মরে তাই লয়ে। (সেই পৌত্তলিক সহ, কেমনে একতা তবে সম্ভব ভারতে?

ইয়া রাব্বে সাল্লে ও সাল্লেম আলা সৈয়েদেনা মোহাম্মাদার রসুলারহমতে, এমামোল আম্বিয়ায়ে ওল মোত্তাকিন।

যতরূপ পাপ আছে নিখিল ধরায়
আরবের লোক নাহি করিতে ডরায়।
পৌত্তলিক বুদ্ধি শিরে পশুগত প্রাণ,
রেখেছে বিবাদে আত্মা করিয়া বরণ
কলহ খুঁজিয়া তারা বেড়ায় সদাই,
ধৃষ্টতা করিবে নাহি মানিবে দোহাই।
সত্যকে করিয়া মিথ্যা করিবে প্রকাশ,
সত্য মনে ক'রে করে মিথ্যাকে বিশ্বাস।
পাপে কলুষিত জাতি বুদ্ধির অধম,
এতিম মিস্কিন পরে সদাই গরম।
না রাখে শরম হায়া বেহায়া এমন,
স্বামী করে অভিসারে ভার্য্যারে প্রেরণ
লভিতে সুন্দর সুত কিংবা অতি বীর,
তদ্রূপ পুরুষে মতি রাখায় নারীর।
এতিমের মাল খায় হারাম সকল,
নাহি শোনে উপদেশ সে বুদ্ধি বিকল।

উৎকোচ খাইতে প্রাণ করেছে বিস্তার,
দাগাবাজি বিনা বিশ্বে নাহি জানে আর।
দারুণ হুজুগ প্রিয় নরের অধম
শয়তানের চেলা হয়ে লয়েছে জনম।
নীচ অভিরুচি প্রাণে করিয়া পোষণ,
তুচ্ছ কথা লয়ে খোলে সমর ভীষণ।
বুদ্ধিতে মেছ্কেতা পড়ে গিয়াছে যাদের,
মানুষ করিতে নবী এসেছে' তাদের।

হজরৎ আমেনা খাতুন।—রমণী সভায় বসি আমিনা খাতুন, বলিতে এইরূপ—শুনিতেন নারীগণ অতিকুতুহলি;—"ছয় মাসাবধি গর্ভ করিয়া ধারণ কোনরূপ গর্ভচিহ্ন কিংবা কোন ভার, অথবা যন্ত্রণা কোন তুচ্ছ অতিশয়, ন করিনু অনুভব কোনই সময়ে। 'হামেলা হয়েছি আমি' না বুঝিল কেহ তাহা ন বুঝিনু আমি, বুঝিবার কোন চিহ্ন না দেখিল কেহ।—কি যেন আনন্দ এ অনুক্ষণ অনুভব করিতাম আমি। স্বর্গীয় সম্পাদরাশি, কে যেন দুওয়ারে ঢা দিতেছে আমার; সহস্র বোরাক যেন রত্নরাজি লয়ে, দাঁড়ায়ে রয়েছে দ্বারে তেমনি খেয়াল যত, মানসের চোখে আমি দেখিতাম সদা, কল্পীত সে সুখরাশি, পরা বাতাস দিয়া, শিরায় শিরায় মম করিত ভ্রমণ। প্রত্যেক নিশায় আর, দেখিতা স্বপ্ন আমি অতি মনোহর। কত যে ফেরেস্তা হুরী, সমাদরে লয়ে আমা সুররা করি, বসাইত মহাসভা করিয়া নির্ম্মাণ, সৌন্দর্য্য তাহার আমি নারি বিবরিতে কত পীর প্যয়গম্বর, আসিতেন সে সভায় বসিতেন হেসে; কত 'মোবারেক বা দিতেন আমায়। কতিপয় প্যয়গম্বর, প্রতি মাসে আসি দেখা করি হাসি মু আমার গর্ভের কথা বলিতেন তাঁরা।

(১) প্রথম মাসেতে আমি দেখিনু স্বপনে, হজরৎ আদম আসি বসি আমা পা আনন্দে বিভোর প্রায়, কৌতুকে মাতিয়া তিনি লাগিলা বলিতে,—"আমি হামেলা তুমি হয়েছ কহিনু। জন্মিবে শেকমে তব সেই নূরনবী, যাঁর নূরী হতে, ত্রিসংসার বিরচিত, হইল ফেরেস্তা হুরী জান্নৎ দোজখ। আর্শের উপ আর কুর্সির পারশে, নূরমোহাম্মদ নাম রয়েছে লিখিত।—খোদার এ সৃষ্টিত তাঁর সম রোৎবা আর কেহ না পাইল।" এই বলি চলি তিনি গেলেন তখনি।

(২) দ্বিতীয় মাসেতে তবে, হজরৎ ইদ্রিসে আমি দেখিনু স্বপনে। মুখেতে প্রীতির ভার কহিলেন তিনি—"খাতেমুন্নবিইন, তোমার শেকমে পেয়াদা হইবে আমিনা! জগতে যতেক নবী লইলা জনম, তিনিই সবার শ্রেষ্ঠ।—রমণীমণ্ডলী মাঝে শ্রেষ্ঠতমা তুমি।" এই বলি উড়ি তিনি গেলেন আকাশে।

(৩) তৃতীয় মাসেতে তবে দেখিনু স্বপনে, নুহনবী আসি পাশে বসিলা আমার, আনন্দে নাচিয়া তিনি লাগিলা বলিতে।—"যে নাম লইয়া আমি, প্রলয় তুফানে পড়ি তরিনু ধরায়, সেই নবী এতদিনে, এসেছে শেকমে তব আদেশে খোদার। এই মোহাম্মদ নাম, যে জন লইবে সেই পাইবে নাজাত। ভবের ভাবুক হয়ে, তরাইতে গোনাহগারে এসেছেন তিনি। জগতের জ্বালা দূর হইবে এবার। অসৎ কোরেশ সৎ হবে এতদিনে, প্রতিমা রবে না দেশে, শয়তান বসিবে গিয়া লুকায়ে পর্ব্বতে।" এতেক কহিয়া তিনি করিলা প্রস্থান।

(৪) চতুর্থ মাসেতে আসি এব্রাহিম নবী, আনন্দের পুষ্পরাশি ঝরায়ে অধরে, কহিলা স্বপনে আমা—"যে পাক নামের গুণে, আকাশ পাতাল হাসে হাসে বিশ্ববাসী, হাসে চন্দ্রসূর্য্য হুরী ফেরেস্তা স্বর্গের; যে নাম লইবা মাত্র, আদম হাওয়ারে পান, পান আর নুহনবী তুফানে নাজাত; আমার উপরে আর, অনল হইল ফুল যে নামের গুণে, সেই মোহাম্মদ নবী খুবি এ ভবের, এসেছে শেকমে তব হুকুমে খোদার।—সদা পাক তনু তুমি রাখিও আপন!" এইরূপ বহুকথা বলিবার পর, স্বরগে চলিয়া তিনি গেলেন তখনি।

(৫) পঞ্চম মাসের স্বপ্নে, এস্মাইল নবী আসি দেখিলা আমারে; কহিলা অধরে রাখি হাসি মনোহর।—'তোমরা আমার ধর্ম্ম করি পরিত্যাগ, সেজেছ কাফের সবে; প্রতিমাকে খোদা বলি কর নমস্কার, ভুলেছ খোদার নাম। এত দিন পর খোদা, একেশ্বরে তোমা সবা দীক্ষিত করিতে, পাঠাইলা নবী এক; খোদার হবিব তিনি সৈয়দ ধরার, পায়গম্বর সবাকার সৈয়দ তিনিই। বড় খোশ্‌নসিব তুমি! ত্রিলোক দুর্লভ এক গওহ'রে নাদের, করিবে প্রসব ভবে; যার নুরে স্বর্গমর্ত্ত্য হাসিবে ত্রিলোক, ফিরিবে ধরার রং।" এতেক কহিয়া তিনি করিলা প্রস্থান।

(৬) ষষ্ঠ মাসে মুসানবী আইলা স্বপনে। পারিজাত পুষ্পরাগ, অধরে প্রকাশ করি কহিলা আমারে।—"সাবধান ওগো তুমি আমিনা খাতুন, রবে সদা পাক সাফ! রেহমে তোমার আছে এমন রতন; ধরার কি কথা বল, আকাশেও নাই কোথা তুলনা তাঁহার। পাক হতে পাক সেই, অতি আদরের ধন হুবান্দা খোদার, দেছে

তোমা দয়া করি রাখিতে যতনে।” এই বলি চলি তিনি গেলেন তখনি।

(৭) সপ্তম মাসের স্বপ্নে, সোলেমান নবী আসি কহিলা আমারে।—“একটি স্বর্গের ফুল, রেহমে তোমার, পেয়েছ আমিনা তুমি! স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিসংসার, সেই পুষ্প বিমহিত করিবে সুবাসে। খোদার পেয়ারা ফুল, আট লক্ষ বৎসর ধরিয়া, আপন আরশে তুলি রাখিলা যতনে। সামান্য দিনের তরে, এতদিন পর তোমা দিয়াছে সে ফুল। এসেছেন ধরাধামে, ঐ বীজ হতে ফুল অর্জ্জিতে এখানে, কাটিয়া কণ্টক বন বিধূরা ধরার, করিবা কানন তিনি।”

(৮) অষ্টম মাসেতে আমি দেখুনি স্বপনে; আনন্দে ভরিয়া যেন অতি কুতুহলি, আইলা ইয়াকুব নবী কহিলা হাসিয়া।—“তুমি গো আমিনা সতী গরভে তোমার, পাইয়াছ পুত্র এক; খোদার খোদায়ী মাঝে, তুলনা যাহার তুমি না পাবে খুঁজিয়া।”

(৯) নবম মাসেতে তবে দেখিনু স্বপনে, আইলা হজরৎ ঈসা। দুখদগ্ধ প্রাণ তাঁর হাসিভরা মুখ, কহিতে লাগিলা তিনি—“বদ্‌কার উম্মত মোর, বিদুষিত করিয়াছে ইঞ্জিলের পাতা, আমারে খোদার পুত্র বলি সম্বোধিছে, লজ্জিত তাহাতে আমি খোদার নিকট। এতদিন পর খোদা, প্রতিকার তাহাদের করিবে বলিয়া, পাঠাইলা ধরাধামে হবিবে আপন। সৌভাগ্যশালিনী তুমি, তোমার রেহমে, লইলা জনম তিনি সাল্লে আলা মোহাম্মদ! উপযুক্ত প্রতিফল, আমার উম্মত যত পাইবে এবার। ধনে প্রাণে মারা যাবে হারাইবে রাজ।”

গজল। (১৩)

দীন মোহাম্মদী ঝাণ্ডা নূরনবী উড়াবে.
পরাণে এস্‌লাম জ্যোতি সবাকার বাড়াবে।
এ নহে সামান্য ঝাণ্ডা—কাফেরে করিবে ঠাণ্ডা,
প্রতিমা পড়িবে কেঁদে ভূমিতলে গড়াবে
এ নিশানা দিকজুড়ে—বায়ুপথে উড়ে উড়ে,
এস্‌লামে সকলে কোলে কোলে ঘুম পাড়াবে।
ইরাণাদি হিন্দুস্থান—মিসরাদি রুম শাম,
সর্ব্বভূমি জয় করি অহঙ্কার বাড়াবে।
তাতারাদি মোঙ্গলিয়া—বর্ম্মা চীন সাইবেরিয়া,
ধরার আঁধার যত এ পতাকা তাড়াবে।

ওশেনিয়া দ্বীপরাশি—লাক্ষা আন্দামানে পশি,
পাক্ নবীজির কল্মা সর্ব্বজনে পড়াবে।
জান্নতে ফেরেস্তা হুরী—এ পবিত্র ধ্বজা ধরি,
কল্মাগত মুসলমানে নিতে আগু বাড়িবে।
দীন কেয়ামতে যবে—নবীজি উম্মতে সবে,
লইয়া আরশ পানে ধীরে পদ বাড়াবে—
উঠিবে মার্হাবা নাদ—কত মোবারেকবাদ,
স্বর্গীগণ এই ধ্বজা আর্শীরে উড়াবে।

হজরৎ আমিনা তবে লাগিলা কহিতে—"এরূপে স্বপনে দেখা দিয়া নবীগণ, বলিতে লাগিলা বটে, কিন্তু ছয় মাস মাঝে, হামেলের কোন চিহ্ন না পাইনু আমি। ঐ ষষ্ঠ মাসে তবে, একদা রজনীযোগে দেখিনু স্বপনে; আকাশ ফেরেস্তা এক নূরী চেহারার, সম্মুখে আসিয়া মম লাগিলা কহিতে—"তুমি গো আমিনা বানু অনিন্দ সুন্দরী, হইয়াছ ফলবতী!—খোদার নির্ম্মিত নূরে হাবিব তাঁহার, আপনি রসুলে খোদা মোহাম্মদ নবী; লোচন মোহন মোতী জ্যোতি জগতের, লইলা জনম তব পবিত্র উদরে। তাহারই স্বগারূপ, চমকিছে এইরূপে শরীরে তোমার; যার মহিমায়, মক্কাবাসী চমকিত হয়েছে এরূপ; মরিতেছে ছটীনারী জ্বলিয়া হিংসায়। সেই হতে বিশ্বাসিনু গর্ভবতী আমি। তবে যাইবার কালে ফেরেস্তা প্রবর, কহিলা আমার প্রতি—'বল গো আমিনা তুমি **ওজ্ বিল্লাওবেজেন্হু বেস্সামাদেল ওয়াহেদে মিন্শারে কুল্লেহাসেদ্।** বে-নেয়াজ খোদাপাক অদ্বিতীয় তিনি, তাহারি নিকট পানাহ চাহিতেছি আমি, যেন তিনি দয়া করি হিংসুকের বিতীয় হিংসা দ্বেষ হতে, এ সন্তান বিন্দে রক্ষা করেন আমার।) এই বলি সেই জন করিলা প্রস্থান।

প্রসবের সময়।—সময় হইলে পূর্ণ, প্রসবের দিন এবে আইল সম্মুখে; আতঙ্কে কাঁপিলা তায় আমিনা খাতুন, ভাবিতে লাগিলা মনে—"এ কঠিন কালে রহিল কোথায়, দয়াবতী কন্যাগণ আব্দ মানাফের। কে করিবে এ সময়ে খেদমৎ আমার?—সে হেন সময়ে তথা নারী চারিজন, অতিরূপবতী তাঁরা, চন্দ্রিল বদন-বিভা বিতরী চৌদিকে, প্রবেশিলা সে আবাসে হুরীদল প্রায়, সারি দিয়া চারিধারে বসিলা তাঁহার। রূপের জ্যোতিতে পূর্ণ হইল আবাস। সে গাল গোলাপ

হেরী শোভা কুন্তলের, হইলা আমিনা সতী চমৎকৃতা অতি, চিন্তিতে লাগিলা মনে —'ইহারা কাহারা আসি বসিল পারশে ?'

আগন্তুক নারীগণ, আমিনার পানে চাহি কহিলা হাসিয়া—"কেন কোন চিন্তা তুমি করিছ সুন্দরি! স্বর্গের কামিনী মোরা, এসেছি খেদমতে তব আদেশে খোদার! নাহি ভয় পাও প্রাণে, এ চারু প্রসবে, সর্গের আনন্দরাশি পাইবে পরাণে। যেই পাকপুত্র তুমি করিবে প্রসব, এসেছি আমরা তার করিতে যতন। দিন তুনিয়ার গতি বাতী জগতের, নবীর প্রধান তিনি হবিব খোদার; যে সময়ে সেই প্রভু, মাতৃগর্ভ হতে ভবে প্রকাশিবে তনু; আরশে নাকারা রাজি বাজিবে তথন, ঘোর রোল আনন্দের উদিবে তথায়।—খোদার আরশ আজি হুরী-ফেরেস্তায়, হইয়াছে পরিপূর্ণ। আর্শীসহ একলক্ষ ছত্রিশ হাজার নবী সমবেত তথা। ঈসা, মুসা এসেছেন হজরৎ ইউসুফ, ইলুইয়াস, আদম আদি নূহ এস্‌মাইল, এসেছেন এব্রাহিম, এস্‌হাক, আইয়ুব, এহিয়া ইউনুস লুত এসেছেন সবে। এসেছেন এস্রাফিল সিঙ্গা সহকারে। সে সিঙ্গা বাজিলে তথা, পশিবে গভীর নাদ তোমার শ্রবণে, খাতেমন্ নবিইন শুনিবেন তাহা, অমনি জাহের তিনি হবেন ধরায়, নূরেতে ভরিবে ঘর, সর্গের সুবাসে পূর্ণ হইবে নগর।"

এতদূর কহিলেও, আমিনার মনোভয় না হইল দূর; তথন রমণীগণ, নিজেদের পরিচয় দিলেন হাসিয়া। কহিলা প্রথম নারী, মধুর অধরে হাসি হাসি মনোহর। "একাশি সন্তান মোর, একচল্লিশবার আমি করেছি প্রসব, আদমের প্রিয় পত্নী হাওয়া বিবি আমি; নরের জননী আমি, আমারে হেরিয়া তুমি ডরিছ কেমনে!

কহিলা দ্বিতীয়া নারী, কুসুমসুবাস হাসি হাসিয়া অধরে—"আমিই জননী ওগো এসহাক নবীর, সারা নামে অভিহিতা ছিনু ধরাতলে, নিরাতঙ্ক হও তুমি।" কহিলা তৃতীয়া নারী, নিশ্বাসে কুসুমবাস করিয়া প্রকাশ—"কুমারী মরএম আমি, ঝাড়ু ক'রী করিতাম মস্‌জেদে থাকিয়া, তাই দয়া করি খোদা স্বর্গ নূর হতে, দিলা এক পুত্র রত্ন উদরে আমার; ঈসা পয়গম্বর তিনি বিদিত জগতে। দ্বিতীয় আদম তিনি, জনকবিহীন নবী আইলা ধরায়। ওম্মত তাঁহার যত, খোদার খোদায়ীচয় না পারি বুঝিতে, অন্ধ বিশ্বাসেতে সবে করিয়া নির্ভর, ঈসারে খোদার পুত্র বলি উল্লেখিছে। এ কথার সত্য ভেদ, মোহাম্মদ নবী এবে দিবেন খুলিয়া।" কহিলা চতুর্থ নারী, স্নেহের নয়নে চাহি আমিনার পানে। "হাজেরা আমার নাম, শিশু এস্‌মাইলে লয়ে নির্বাসিতা হয়ে, সিরিয়া হইতে আসি, এই স্থলে থাকি পড়ে একা এ কান্তারে

আমার পুত্রের বংশ তোমরা সকলে, খোদার আদেশ মতে, তাই মা এঁদের সঙ্গে এসেছি এখানে। আমারে হেরিয়া তবে ভয় কি কারণে?

পরিচিত ফেরেস্তা।—এ হেন সময়ে, পূর্ব্ব পরিচিত সেই ফেরেস্তা খোদার, আসি দাঁড়াইল এই সূতিকা আবাসে; শোভে করে এক পাত্র শর্ব্বৎ স্বর্গের।—সে হেন সময়ে, এস্রাফিল সিঙা পরে দিলেন ফুৎকার। সে শব্দ পশিতে কানে, আমিনার প্রাণে ভয় উদিল বিষম, তা'সহ প্রসব তিনি করিলা তখনি। অমনি মোরগ এক শ্বেত-শোভী পাখী, আসি উপজিল তথা। প্রসূতির বস্তিদেশে ঘষিল পালক; ভয়রাশিসহ তার, প্রসব বেদনা দূর হইল তাঁহার। সুন্দরী তখন, পিপাসায় হইলেন কাতরা অধিক; তখনি ফেরেস্তা তাঁরে; শ্বেতাকার সে শর্ব্বৎ করিলা প্রদান, কহিলা মধুর স্বরে—"প্রাণ ভরে কর পান সুধা স্বরগের। সেই সুধা পান করি, হইলা সুস্থির সতী আমিনা খাতুন।

ভূমিষ্ঠ হইলা যবে নবী আমাদের, উদিল আনন্দ ধ্বনি আকাশ ধরায়। অমনি ফেরেস্তা তিনি গাহিলা হরষে, গাহিলা তাহার সাথে, আনন্দে উৎফুল্লা অতি পাক বিবিগণ। আনন্দের রোল তায় উদিল চৌদিকে।

গজল। (১৪)

এজহার ইয়া সৈয়েদোল মোর্সালিন,
এজহার ইয়া সৈয়েদোল আলামিন,
এজহার ইয়া খাতেমান্নবিইন,
এজহার ইয়া রহমাতাল্লেল, আলামিন।
এজহার ইয়া নবী ইয়া আল্লাহ,
এজহার ইয়া রসুলাল্লাহ,
এজহার ইয়া খায়রা খালকেল্লাহে,
এজহার ইয়া নূরোম মিন্নুরিল্লাহে
বিস্মিল্লাহে ইয়া মোহাম্মদ এব্নে আবদুল্লাহে।

সভার মোমেনগণ দেখাও সম্মান!

চিন্তার নয়নে যথা, খোদাকে সম্মুখে ভাবি দাঁড়াও নমাজে, স্থির করি লও আর, সম্মুখেই যেন খোদা আছেন তোমার; তেমনি চিন্তার চোখে করি নিরীক্ষণ,

মোহাম্মদ মোস্তাফা নবী, তুমিষ্ট হইল বলি স্থিরি ধারণায়, দাঁড়াও তাজিমে তাঁর। দরুদ সালাম সবে পড় এক যোগে। প্রাণ খুলে যদি সবে পড় গো দরুদ, রসুলে খোদার রুহ ফেরেস্তা লইয়া, আসিতে কি এ সভায় না পারেন তিনি? সে দশায় দেখ ভাবি, করিবেন কত দোওয়া ওয়াস্তে তাঁহার।—জান না কি শোন নাই! ভেকের চরণ-জলে, নিবিল প্রবল অগ্নি খলিলে খোদার? তেমনি জানিও মনে, পরিষ্কার প্রাণ হতে এক রতি নেকী যদি, পার হে অর্জ্জিতে, এই পাপপূর্ণ ভবে, যথেষ্ট হইবে তাহা পরিত্রাণ হেতু। একবিন্দু চক্ষুজল পার ঝরাইতে, তাতেই নরকানল নিবিবে নিশ্চয়।—দাঁড়াও সকলে এবে পড় হে দরুদ—

গজল। (১৫)

ইয়া নবী সালামো আলায়কা!
ইয়া রসুল সালামো আলায়কা,
ইয়া হবিব সালামো আলায়কা,
সালাওয়া তুল্লাহ আলায়কা!
ভবে এসে কি কাজ করিনু,
আয়ুধন জুওয়ায় হারানু,
কিছু নাহি উত্তম কিনিনু,
শয়তানের খাইনু ধোকা!
ফিরি ঘরে কি মুখে এবে,
হেরি মোরে কি কবে সবে,
গুরুগণ গর্জ্জন করিবে,
পাপে ভারি করেছি ঝাঁকা!

পাপ-পাঁকে পুতিয়া গেছি,
গাড়ীখানি ভেঙ্গে ফেলেছি,
ভরসা তোমার করিছি,
দাও তুলে আমার এ চাকা!
গোর মোরে ডাকে সঘনে,
ভয় পাই যাই কেমনে,
ভয়ানক আজাব সেখানে,
তুমি বিনা কে হবে সখা!
টলমলি কাঁপিলে পোলে,
কে আমায় তুলিবে কুলে,
আমি যাঁকে ছিনু গো ভুলে,
ভোলে নাই সে মম আকা।

গজল। (১৬)

সৈয়েদোল মোর্‌সলিন—হলেন জাহের,
খাতেমুন্ নবীইন—হলেন জাহের
শাহেদীন ও দুনিয়া—হলেন জাহের
এবে আবদ-আল্লাহ—হলেন জাহের!
আপের কান্দিল খুবি—হলেন জাহের,

ধরায় সুধীর রবি—হলেন জাহের।
পাপীদের ত্রাণ হেতু—হলেন জাহের,
বাঁধিতে দোজখে সেতু—হলেন জাহের।
রাহবার সবার আজি—হলেন জাহের,
খোদারে করিতে রাজি—হলেন জাহের।
প্রতিমা নির্ম্মূলে নবী—হলেন জাহের,
এসলাম জগৎ-খুশি—হলেন জাহের।
এ জ্যোতি ইরাণ পাবে পাবে রুম শাম,
আলাকাস্ সালাতো নবীয়েস্ সালাম।

সাল্লে ও সাল্লাম ইয়া আল্লাহ, আলা নবীয়েকা নূরেল্লাহ,

মোহাম্মদ বলে যবে ডা—কি,
মনে হয় আমি নহি খা—কি।
আমিও গঠিত আর্শ নূ—রে,
মোহাম্মদ হতে নহি দূ—রে।
ফেরেস্তা সদয় আমা প—রে
আমি সেই, নবী যেই নূ—রে।
নবীতে ইমান এনে যে—ন,
রোজগী পেয়েছি আমি কো—ন,
খোদার দিদার অভিলা—ষী,
স্বপ্নে কোহেতুরে গিয়া ব—সি।
জবানে কলমা যবে প—ড়ি,

আনন্দে বিভোর হয়ে প—ড়ি।
মনে হয় সপাতকা গে—লে,
ডুবিব না কোনই সলি—লে।
দোজখের অনল ভীষ—ণ,
পুষ্প হবে আমার কার—ণ।
জলদ ধরিবে ছাতা খু—লে,
সেজে যাবে শুষ্ক-তরু ফু—লে।
আমিও আকাশে যাব য—বে,
বোরাক আসিয়া লয়ে যা—বে।
নবীর ওম্মত যেই হ—বে,
জান্নৎ নিশ্চয় সেই পা—বে।

ধরায় রসুলে খোদা পাইলে প্রকাশ, ছুটিল কিঙ্করী এক নাম সোওয়াবাহ, আবুলাহাবের আগে করিতে সংবাদ। আনন্দে মাতিয়া সেই দাসী লাহাবের ...ৎকারিল চারিদিক; গাহিতে লাগিল আর মধুর সঙ্গীত, চলিল জাগায়ে পথ। ...থেতে যাহার সাথে হইল সাক্ষাৎ, তাহারি দ্বারেতে, দাঁড়ায়ে খোদার নূর করিল ...র্ণন, নগর নাচিয়া তায় উঠিল পলকে।

গজল। (১৭)

শিশু কি সুন্দর এক আবদুল্লার শ্রীবরে
জন্মেছে দেখনা গিয়া আমিনার উদরে!
আকাশে তেমন শশী—না উদিল কোন নিশি,
আর্শের কান্দিল খসি পড়িল কি ভূধরে?
এ যে অপরূপ ছেলে—ওয়তি ওয়তি বলে,
কতক্ষণ ধরি কেন কাঁদিল একাধারে?

আবুলাহাবের আগে, যাইয়া সে দাসী যবে গাহিল এ গান, ভ্রাতৃশোক প্রাণে তাঁর উদিল তথনি। কতক্ষণ কাঁদি তবে, বাঁদীরে আজাদ তিনি করিলা এরূপে—

আনন্দ উল্লাসে ভাসি—যাও তুমি ওগো দাসী!
আজাদ করিয়া আজি দিনু আমি তোমারে।

স্বাধীন হইয়া দাসী আনন্দে ভাসিয়া, নগরের চারিধারে লাগিলা গাহিতে, দু'হাত তুলিয়া আর, হবিবে খোদারে দোওয়া লাগিল করিতে।—

বেঁচে থাক শিশু তুমি,—আজাদ হয়েছি আমি,
আজাদ করিতে থাক দাস দাসী সবারে।

নগরের চারিদিকে, এরূপে আনন্দ করি ফিরিলে সে দাসী, আনন্দের ধূমে পূর্ণ হইল নগর। কি যেন আনন্দ এক স্বর্গীয় সম্ভব, প্রাণে প্রাণে সবাকার পাইল প্রকাশ! চতুর্থ দিবসে তবে নগরের লোক, করিলা আনন্দ অতি। সভা করি বসি সবে হবিবে খোদার, জেক্‌র করিলা মিলি, মৌলুদ খানির হৈল সেই সুত্রপাৎ। যে সকল নারী, আবদুল্লার পরে ছিল অনুরক্তা অতি, পুত্র হেরি প্রতিহিংসা বাড়িল তাদের, হইয়া উদ্বিগ্না মনা, হৃদয় কুড়িতে তারা লাগিল হিংসায়। দুইশত নারী তারা, কান্দিয়া নগর শিরে লাগিল করিতে, পৌত্তলিক প্রতিহিংসা দেখ কি প্রবল!

আবদুল্লার প্রেম লাভ করিব গো বলিয়া,
আপন সর্ব্বস্ব বথা দিনু জলে ফেলিয়া।
তবু না পাইনু তারে,—মর তুই যারে মরে—
এ দেহে থাকিস্‌ কেন যানা প্রাণ চলিয়া!
ঐ যে রতন ছেলে—আমি পাইতাম কোলে,
কোথা পাই থাই বল্‌ বিষফল তুলিয়া?

আবদুল-মৎলেবের আনন্দ-ক্রন্দন।

আবদুল মৎলেব শুনি, আনন্দে-ক্রন্দন করি আইলা ছুটিয়া, কুতুহলি কোলে তুলি, হবিবে খোদারে করি চুম্বন প্রদান; ভাসিলা আনন্দ-নীরে। তবে স্মরি আবদুল্লারে, কাঁদিতে লাগিলা তিনি শিশুপানে চাহি।

গজল। (১৮)

শোক প্রাণে
া এরূপে—

আমার কোলে এমন ছেলে ফেলে কোথা গেলি—রে।
তোরে মনে করে করে আমি প্রাণে জ্বলি—রে।
একবার এসে দেখা দেরে,—শিশু ছেলে কোলে নেরে,
আর্শের এ কান্দিলে ফেলি বাবা কেন মলি—রে।
এ তো না সামান্য ছেলে,—হর্দমে ওস্মতি বলে,
আখেরী নবীরে কেন আমার কোলে দিলি—রে।
মুক্তা মালা করে এরে—থাক্‌ব সদা গলায় পরে,
তুই তো ফেলিয়া গেলি আমি কোথায় ফেলি—রে।
—আমার শিশু নবী তুমি—তোমারি ওম্মত আমি,
ইমান আনিনু আজি মন খুলে বলি—রে।

লালন পালন।—সাতদিন মাত্র পান করি মাতৃস্তন, আমাদের শিশু নবী, আবুলাহাবের কন্যা, সুবিয়ার দুগ্ধপান লাগিলা করিতে। কিছুদিন পর তবে, সায়াদ-বংশীয়া তারা নারী কতিপয়, পল্লী হতে নগরেতে আসি প্রবেশিলা। দুগ্ধপোষ্য শিশুগণে নগরবাসীর, এসেছে লইতে তারা। পল্লীতে লইয়া গিয়া, লালন পালন করি সেই শিশুদেরে, সেয়ানা করিয়া আনি দিবে ফিরাইয়া। এই নারীগণ মাঝে হালিমা খাতুন, পাইলেন মোহাম্মদে করিতে পালন। শিশু হেরি সে সুন্দরী, আনন্দে হইলা পূর্ণা কহিলা কৌতুকে,—সচ্ছসরো নীরে পদ্ম ফুটিল কি কোথা, এই শিশু কোলে মম ফুটেছে যেমন!! এই বলি সে সুন্দরী, কোলে করি শিশুবরে লয়ে গেলা ঘরে; স্তন দিয়া শত যত্নে লাগিলা পালিতে। হালিমার শিশুকন্যা শেয়মা খাতুন, ছিল অতি রূপবতী, দুগ্ধ-ভগ্নী হজরতের হইল সে শিশু, বাল্যের সঙ্গিনী আর। হজরৎ বয়স-কালে, তাঁহাদের প্রতি দয়া দেখাইলা সদা।

জিনিয়া আপন কন্যা হালিমা সুন্দরী, শিশু হজরতের প্রতি করিতেন স্নেহ; সদা রাখিতেন চোখে, পলকে প্রলয় জ্ঞান করিতেন তিনি; অসুখে বিসুখে কাঁদি হতেন আকুল। শেয়মা সঙ্গিনী ছিল অষ্টপ্রহরের, খেলিতেন শিশুনবী তাহার সহিত। রাখাল বালক যত ছিল তথাকারে, তাদের সহিত নবী, যাইতেন মাঝে মাঝে ছাগল চারণে। হজরতের সেই হেন কোমল বয়সে, কোন বালকের সাথে, না হইল কভু কোন বিবাদ কোন্দল। সকলেই তাঁরে, মানিত গুরুর মত ভক্তি সহকারে। হজরত জিব্রীল তিনি ফেরেস্তা খোদার, আসিতেন অনুক্ষণ, শিশু হয়ে খেলিতেন হজরতের সাথে, বহুবিধ কথা আর শেখাতেন তাঁরে, কভু বা আর্শের কথা কভু নবীদের, বলিতেন আর তিনি,—'এ সব শিখেছি আমি প্রভুর নিকট।'

হজরতের খেলা।—যে সকল খেলা নবী, খেলিতেন বাল্যকালে শিশুদের সাথে, সে খেলা স্বতন্ত্র অতি ধর্ম্ম ভাবে ভরা। একদা জিব্রীল সাজি রাখাল বালক, সমৃণাল পদ্ম এক, দিলা আনি কুতুহলি হজরতের হাতে, কহিলা এরূপ আর—"দিয়াছে আমার প্রভু, এ ফুল তোমায়, তোমা হতে আর, চেয়েছেন ভেট এক এই ধরণের।" এক বৃন্তে দুইফুল, শিশু নবী বন হতে আনিলা তুলিয়া, দিলা তাহা ভেট রূপে জিব্রীলের করে। কহিলা মধুর হাসি—"আমার সালাম সহ, এই ফুল দিও তুমি, প্রভুরে তোমার যিনি প্রভু সকলের।" জিব্রীল চলিয়া গেলা সে ফুল ল ফিরিয়া পলকে পুন কহিলা হাসিয়া—"তোমার এ চারু ভেটে, পরম পিরিত প্রীতি করিলেন তিনি, দেছেন ফিরায়ে ফুল, বহু দোওয়াসহ।" দেখিলেন শিশুনবী, কোদরতী কলমে লেখা সে ফুলের গায়ে—**লাএলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদার রসুলিল্লাহে।**'—আর সেই পদ্মফুলে রহিয়াছে লেখা—'**আশ্‌হাদো আঁল্লাএলাহা ইল্লাল্লাহো ওহদহু লা শরিকালাহু।**' আপনি খোদার সাথে, দেখ কি ভাবের খেলা খেলিলা রসুল, প্রশ্নের উত্তর দিলা কি সুন্দর ভাবে! খেলার তাৎপর্য্য তুমি পার কি পশিতে?

খেলায় ধর্ম্মালোচনা।—শিশুদল মাঝে বসি, ধর্ম্মালোচনা নবী করিতেন সদা, বলিতেন এইরূপ মধু সম্ভাষণে—এক বিন্দু বারি হতে, কে গড়ি তোমারে ভাই আনিল ধরায়? কে দিল এমন রূপ, অপরূপ বাক্‌শক্তি দর্শন ও জ্ঞান?—কাবার প্রতিমাগণ মূর্ত্তি পাথরের, তারাই কি জ্ঞান দাতা আমা সবাকার? তারাই কি আমা সবে দিয়াছে চেতনা, বিচার শকতি আর বিবিধ প্রকার?—দেখ কতদূর সবে ভাবিতেছি ভুল! আমরাই বুদ্ধিবলে গড়িনু যাদের; যেখানে রাখিনু তারে, রহিল

নির্জ্জিব যারা দাঁড়'য়ে সেখানে; তারাই কি প্রাণ দাতা হল আমাদের, গড়িল কি আমা সবা?—হেন বিপর্যয় বুদ্ধি কোথা হতে এ আরবে আসি প্রবেশিল?—ঐ চারু তরু শিরে, ছিল না একটি ফুল দশ দিন আগে। কোথা হতে এল ফুল ফলগুচ্ছ আর! নিরাকার হতে, কেমনে সাকার হয়ে পাইল প্রকাশ?—আজি যদি করি চূর্ণ ভাঙ্গিয়া পুতুল, দিই পথে ছড়াইয়া বেড়াই মাড়ায়ে, ভাবিবে কি তায় তুমি, কালি হতে আর; ঐ তরু ফল ফুল নাহি প্রকাশিবে?—উঠেরা দেবে না দুগ্ধ, আকাশ করিবে বন্ধ বারি বরিষণ?—ঐ যে খর্জ্জুর তরু দিতেছে খর্জ্জুর, যাহার ভক্ষণে সবে পালিছি জীবন।—কোথা হতে ঐ ফল আসে তরু শিরে, ক্ষুদ্র হতে বড় করি দেয় কে আবার? কে দেয় আবার, উহার ভিতরে ভরি মধু কি কৌশলে? কাঁচা হতে কেবা ফলে পাকায় এরূপে, দেয় ফেলি আমা সবা করিতে ভক্ষণ।—পূর্ব্ব কালে নাহি ছিল প্রতিমা এ দেশে, তখনও তো ঐ ফল দিত ঐ তরু।—প্রতিমা কেমনে তবে, অনিল আহার আদি যোগায় আমার?"

রাখালের বেশধরি, হজরৎ জিব্রীল তথা ছিলেন বসিয়া, প্রতিবাদ এইরূপ করিলেন তিনি—"ঠাকুর নহেন যদি, কে তবে এ দয়ারাশি দেখায় আমায়? দাও দেখাইয়া তাঁরে, প্রতিমা করিয়া ত্যাগ পূজিব তাঁহাকে।" কহিলেন নূরনবী উত্তরে তাঁহার। "নিরাকার খোদাতায়ালা, সকল স্থলের যিনি রাখেন সংবাদ; তিনিই জীবনদাতা জীব সবাকার। সাকার ও নিরাকার, যা কিছু দেখিতে পাও নয়নে তোমার, সকলই নির্ম্মিলা তিনি আপন ইচ্ছায়। সাকার যতেক দেখ বিরাজে ধরায়, মরবস্তু সবে তারা, নিরাকার মাত্র তারা অমর সকলে। সেই নিরাকার খোদা, পূজনীয় সবাকার—নহে তো পাথর।" কহিলা জিব্রীল শুনি হাসি সুমধুর। "দেখিতে যাহারে আমি না পাইনু চোখে, স্থায়ীত্ব তাহার কহ বিশ্বাসী কেমনে?"

কহিলেন নূরনবী উত্তরে তাহার—"তুমিও তো নিরাকার, সাকার শরীরে আছ করিয়া প্রবেশ; তুমি কি তোমারে কভু পেয়েছ দেখিতে, কেমনে বিশ্বাস তবে, করিয়া রেখেছ তাই স্থায়ীত্ব তোমার? সাকার শরীরে তব নিরাকার রুহ, কেমনে প্রবেশ করি বসিল তথায়, নাহি তুমি জান তাহা, তথাপি বিশ্বাস কেন রেখেছ মনে? চারিদিকে দেখ তুমি মহিমা খোদার, তথাপি খোদার পরে সন্দাহান তুমি।—ধন্য তুমি রাখ শিরে এমন বিশ্বাস।"

গজল (১৯)

خدا کي وہ هستي سمجهه تا کہیں ہے — جو هستي کو اپنے سمجهه تا نہیں ہے
وہ تیلي کا ہے بدل گریا نظربند — که دن بهر چلا پهر جهاں کا وهیں ہے
تو پتلا ہے خاکي اور گویا کہاں سے — جو کہتا وہ تجهه کو دکها تا کہیں ہے
اور اُس روح نادیدہ کو مان لیتے — خدا غیر مرئی کو مانتا نہیں ہے
آج مر جائے تو تو کل کو سڑیگا — مگر دل میں تیرے سمجهه کا کمي ہے
یه بازوے زور اور حشمت سے تیرے — لرزے میں آتا سماء و زمیں ہے
اس روح کے رمز کو تو کچهه بوجهه تا ہے — وہ دلدار دوست کو سمجهه تا کہیں ہے
یه شان الہي کو دیکهه تو سمجهه کر — که تجهه کو تیرے جان سے اُنس نہیں ہے

গজল। (২০)

একটি পাখী সোনার পাখী আমার দেহে পশেছে,
খাসা বুলি বলে সেটি—অহঙ্কারে খসেছে।
আমি তারে আমি বলি—শুনি বাণী কুতূহলি,
কিন্তু নাহি জানি দেহের্ কোন্ খানেতে বসেছে।
আমি তো না চিনি তারে—সেও তো দেখা দেয় না মোরে
কিন্তু আমি পেয়ে তারে—আহ্লাদে প্রাণ ভেসেছে।
পাখী আমায় চলায় বলায়—ভালমন্দ কতই বলায়,
আমি ভাবি পাখী আমার মোহ-মায়ায় ফেঁসেছে।
সে হইলে বিরসমুখী—আকাশ্ পাতাল্ আঁধার দেখি,
সে হাসিলে দেখি আমার সর্ব্বশরীর হেসেছে।
রত্ন দিয়া যত্ন করে,—সে মন যোগাই সমাদরে,
আমি ভাল বাসি তারে, সে ভাল না বেসেছে।
সে পাখীটি উড়বে যবে—শব আমারে কবে সবে,
ভয় পাবে সে আমায় দেখে, যে জন ভাল বেসেছে।

আবার কথনও নবী, ধূলার সংসার তথা করিয়া নির্ম্মাণ, বালক বালিকা মিলি খেলিতেন বসি; খেলিতে খেলিতে তিনি বলিতেন সবে।— ছয় বৎসরের

আগে, "বল দেখি শুনি মোরা ছিনু কোন দেশে ? কাহারা তখন; আমাদের মত খেলা করিত ধরায় ? আবার আমরা যবে শেয়ানা হইয়া, পড়িব সংসারে গিয়া, কাহারা আসিবে হেথা এ খেলা খেলিতে ? খেলিবে যাহারা, তাহারা এখন বল আছে বা কোথায় ?—মেলা-রূপ এ সংসার বসাইলা যিনি, তাঁরে পরিত্যাগ করি, চালাবৃন্দে সে মেলার, ভ্রান্তির নয়নে কেন বলি মেলাপতি ? সত্য মেলাপতি যিনি, অসন্তুষ্ট তাই তিনি আমাদের পরে। কিছুতে তাহাই তিনি, যত দ্রব্য রেখেছেন ভাণ্ডারে আপন, আমাদের এ বাজারে না দেন আসিতে। তাই কেন নাহি দেখ, আমাদের এ মেলায়, গম গেঁহু, চাল দাল, কভু না বিকায়। মেলাপতি-প্রতি ভক্তি দেখায় যাহারা, উপাসনা করে তাঁর, না পূজে পাথর, রাজভোগ পায় তারা তাঁহারি কৃপায়। করে বাস রাজ হর্ম্মে মখমল শয্যায়। জলযান, নরজান, জন্তুযানে বসি, করে কুতুহলি সবে সন্ধ্যায় ভ্রমণ।—আর সে আমরা দেখ, খাইয়া খর্জ্জুর, থাকি শুয়ে বালিবনে, কুঁড়ের আশ্রয় লই শীত বর্ষা কালে। বুদ্ধিদোষে মাত্র মোরা, নানা সুখ হতে আছি হইয়া বঞ্চিত।" শিশু হজরতের মুখে শুনে হেন বাণী, যত শিশু কান্তারের, যার যে বুদ্ধিতে শাণ রহিল ধরায়ে। স্বতন্ত্র সম্মান তায়, ধীরে ধীরে শিশু নবী লাগিলা অর্জ্জিতে।

গজল। (২১)

কে আয় দেখ্‌বি আয় শিশুর খেলা মধুময়।
এমন খেলা মধু ঢালা খোদা দেখে সুখী হয়।
খেলার ভিতর একেশ্বরে, ডাকে শিশু একাধারে,
ফুটে উঠে খেলার ভিতর খোদার খোদায়ী চয়।
খেলার ভিতর বলে সদা—'তুমি লা-শরিক খোদা'
তোমা হতে আমি জুদা নহি খোদা দয়াময়।
তুমি আমা দাও মতি, তোমা বিনা নাহি গতি,
তোমা পেলে কোন স্থলে না রহিবে কোন ভয়।

সিনা চাক।

রাখাল সবার সাথে এইরূপে শিশু নবী করিতেন খেলা, খেলিতেন সঙ্গে আর, রাখাল বালক সাজি ফেরেস্তা খোদার। নবীর কথায়, তাঁহারাই আস্বাদান করিত

প্রথম। কিছুদিন পর তবে, একদা সকলে মিলি নূতন কৌতুকে, আরোহিলা গিরি শিরে। প্রকৃত রাখাল তায় কেহ নাহি ছিল, কেবল শেয়মা ছিল নবীর সহিত, কেন না সে বালা, কখন করে না ত্যাগ তাঁহার পশ্চাৎ। আরোহী সে গিরি শিরে, পশিল সকলে এক সুন্দর কাননে, খেলিতে লাগিল আর আনন্দে মাতিয়া; সে হেন সময়ে, নামিল আকাশ হতে, হরিত বসনে সাজি ফেরেস্তা দু'জন। হেরি তাহাদের রূপ, শিশু নবী নিদ্রাতুর হইলা তখনি, তরুতলে একস্থলে করিলা শয়ন। হরিত ফেরেস্তা দ্বয়, তখনি ছুরিকা লয়ে বসি তাঁর পাশে, করিলেন দ্বিকলিত সিনা হজরতের। এইরূপে সিনাচাক করিয়া তাঁহারা, বাহিরিলা অস্ত্ররাশি, তবে লয়ে সে সকল উড়িলা আকাশে। রাখাল সবার মাঝে, শবদেহ নবীজির রহিল পড়িয়া। হেরি সে ভীষণ দৃশ্য শেয়মা সুন্দরী, কাঁদিল আকুল প্রাণে; তা' দেখি রাখালগণ (ফেরেস্তা তাঁহারা) শেয়েমার পানে চাহি লাগিলা বলিতে—"আমরা আগুলি শব রহিনু এখানে; যাও তুমি ত্বরান্বিতা, এ সংবাদ কর গিয়া মায়েরে তোমার।" ভাসিয়া নয়নজলে, দৌড়িলা চীৎকার করি শেয়মা সুন্দরী।

সে রোদন রব শুনি হালিমা জননী, আবাস হইতে ছুটি আইলা বাহিরে; শেয়মারে কাঁদিতে দেখি, ঘোর সর্ব্বনাশ তিনি গণিলা তখনি। জিজ্ঞাসিলা সরোদনে—"কেন মা শেয়মা তুমি কাঁদিছ এ রূপে? দু'জনে খেলিতে গেলে, মোহাম্মদে কোথা ফেলে আইলে একেলা? কহ শুনি কি বারতা আনিলে ভীষণ? নয়নে অজস্র ধারা, কাতরে শেয়মা কাঁদি লাগিল কহিতে:—

গজল। (২২)

কি কব মা শোকের কথা শুনে ব্যথা পাবে প্রাণে,
মোহাম্মদে খুন করেছে কে যে তারা খোদা জানে।
দু'জন তারা হরিত বেশে, আকাশ হতে ধরায় এসে,
ধরি তাঁরে গিরিশিরে কাটিল ফেলিয়া বনে।
চাক করি চারু সিনা, অস্ত্ররাশি লয়ে কিনা—
উড়িল আকাশে দোঁহা, না জানি মা কি কারণে।
শব লয়ে রাখাল যত, কাঁদিছে বনেতে কত,
এস মা দেখাব তোমা লয়ে গিয়া সেই স্থানে।

সে ভীষণ-বাণী শুনি হালিমা সুন্দরী, হইলা কাতরা অতি, পদতলে ধরা তাঁর লাগিল ঘুরিতে, আঁধার হইল আঁখি; নারী সামলিতে সতী বসিলা ভূতলে, কাঁদিলা

হারায়ে দিশা।—"বনের শার্দ্দুল সর্প বৃশ্চিক গোবাঘ, তারাও যে ছাড়ে পথ মোহাম্মদে হেরি, করে শির অবনত; পথ ছাড়ি একপাশে দাঁড়ায় নীরব। যার শিরোভাগে, হোমা বিনা কোন পাখী না পারে উড়িতে, করে ছায়া মেঘমালা;—কে তবে করাল প্রাণে, সে হেন নবীর প্রাণ করিল সংহার?—হায়, আমি অভাগিনী, কি পাপে সে বাপ ধনে হারাইনু আজি! আমি যে সে বাপধনে, পারিজাত পুষ্প হেন রাখিনু যতনে, সতত গাথিয়া গলে; যাইতাম যেথা কাঁধে লইতাম তারে! সে অঙ্গ সৌরভ যে গো ধরায় বিরল, ছায়াহীন তনুখানি; স্বর্গের মাণিক যে গো পেয়েছিনু আমি! সে ধন হারায়ে, এ কালা বদন আমি দেখাইব কারে। কোন্ মুখ লয়ে গিয়া আমিনার আগে, শোনাব এ শোকবার্ত্তা; কি ক'বেন দেখে মোরে আবদুল মতেলেব; কি মুখ লইয়া আমি ঢুকিব মক্কায়?—কসম আমারে আমি না যাইব কোথা! আমিও মরিব, যেথানে মাণিক মোর মরেছে পর্ব্বতে।—চল রে শেয়মা তুই লইয়া আমারে।" এই বলি পাগলিনী উঠি দাঁড়াইলা, চলিলা শেয়মার সাথে।—

গজল। (২৩)

খোদা ইয়া হারা মোহাম্মদকে মিলায়ে দেনা!
প্রাণ যেতেছে জ্বলে জ্বলে নিবায়ে দেনা!
পাগলিনী সেজেছি প্রাণ দিব তারি তরে,
মৃত্যুকালে সে লালে গলে দোলায়ে দেনা!
জানি সে লালে বদখশাঁ তোরি নূরে প্যায়দা,
তোর সে হবিবে মোর এ বুধ খেলায়ে দেনা!
এ কোল শূন্য ক'রে কেন হরে নিলি তারে,
মৃত্যুকে তোর সে গুণে খোদা জেলায়ে দেনা!

সহসা হেরিলা সতী, পর্ব্বত হইতে, বিজলী বর্ত্তুল এক নামিছে গড়ায়ে। ছুটিল রানি তিনি, দেখিলা হবিবে খোদা আসেন হাসিয়া, ধরি সে শিশুরে কোলে লইল রানি, চুমিলা সে স্বর্গশশী।—'ধাই মা' বলিয়া গলা ধরিলা সে শিশু, হালিমা হৃদয়ে চাপি লাগিলা কাঁদিতে।—"কোথা ছিলে বাপ ধন! এ হৃদি আঁধার করে কোথা ছিলে বাপ!—অলীক ভাষিণী শেয়মা, বলিল আমায়—'সবুজপোশ দুইজন নামি শূন্য হ'তে, তোমারে পর্ব্বতে ফেলে করেছে কতল। সেই শোকে শোকাতুরা আত্মহত্যা তরে আমি হইনু প্রস্তুত। পাগলিনী হয়ে তাই, তোমার সন্ধানে আমি যেতেছি

ছুটিয়া, পথেই পাইনু তোমা নিদাগ শরীরে।—আবাসে যাইয়া, শেয়মারে উচিত শাস্তি করিব প্রদান; ওরমত মিথ্যাবাদী না হেরিব আর।"

হালিমারে চুমি তবে, কহিলা হবিবে খোদা সুধীর বচনে—"শেয়মারে না দোষও তুমি! সত্যই ফেরেস্তা দুটি, আইলা হরিত বেশে শূন্য দেশ হতে। তাঁদের দেখিয়া ঘুম ধরিল আমায়, শুইনু গাছের তলে। তাঁহারা তখন, শাণিত ছুরিকা এক, দিলা বসাইয়া মাত্র উদরে আমার, করিল শেকম চাক! বড় সুখ অনুভব করিনু তখন। স্বর্গের আনন্দরাশি, পাইতে লাগিনু যেন পরাণে আমার। নাহি হারাইনু জ্ঞান, দেখিনু নয়নে যেন জাগ্রত স্বপনে, অন্ত্ররাশি লয়ে তারা উড়িল আকাশে, আমিও উড়িনু সাথে। আকাশে যাইয়া তারা হাওজ কওসারে, অন্ত্ররাশি পরিষ্কার করিল যতনে; আরশে আনিয়া তবে, করিলা সৌরভময় বিবিধ সুবাসে। আরও কতরূপ কাজ করিল তাহারা, না পড়ে আমার মনে; তবে শেষে লয়ে সাথে, আকাশ হইতে তারা নামিল পর্ব্বতে, বসিল শবের পাশে। যথা-স্থলে অন্ত্রচয় করিয়া স্থাপন, ক্ষতস্থলে ফিরাইলা হস্ত মোবারক, নিশ্চিহ্ন হইল তায় উদর আমার। এইরূপে সারি কাজ উড়িল আকাশে, উড়িল তাঁদের সাথে, রাখাল বালক যত আছিল তথায়। তখন বুঝিনু আমি, তাহারাও ছিল সবে ফেরেস্তা খোদার। না হেরি শেয়মারে তথা, আমিও সে স্থল ত্যাগ করিনু সত্বর।

কোলে করি কুতুহলি হালিমা সুন্দরী, চলিলা আবাস পানে, হবিবে খোদার প্রতি লাগিলা কহিতে। "তুমি যে রসুলে খোদা, সে কথা নিশ্চিত করি পারিব বলিতে; তাই আমি ভাবি মনে, কেন খোদা সিনা তব করিলেন চাক!"

গজল। (২৪)

হবিবের সিনা, চাক করি কি না, সুখ তুমি লভিলে গো খোদা?
মায়ে ঝিয়ে মোরা, কাঁদি দিশা হারা, কোথা কি হইল নূরোল হোদা!
তোমার সে পেয়ারা, মম চক্ষু তারা, আর খোদা করিও না জুদা!
আকাশ-চন্দ্রমা, পেয়েছে হালিমা, সেজ্‌দা পদে করি তব সদা।

গজল। (২৫)

جسم ناپاک ہمارا باری نے کردیا پاک تو ہلکے سے چالاک ہوں
ہوا پر چاہوں تو اڑوں میں تو اب بسے باک ہوں

چاهوں تو آسمان په جاوں   چاهوں فرشتوں سے کہوں
چاهتاهوں ملت خدا کا انهیں کا مشتاق هوں
چاهوں تو جبریل سے ملوں   چاهوں دریا پر چلوں
عصائے موسیٰ هوں میں شیطان سے بیباک هوں
آفتاب و مهتاب سارے   حکم کا تابع هے میرے
دل کی صفائی تو دیکهو میں تو سینا چاک هوں
جهان کا سرتاج بنا   آسمـــان کا مهمان بنا
ناقص هوں میں ایسا که هر پاؤں کا پهر خاک هوں

জনকের কবর দর্শন।

মায়ার মাণিক প্রায়, ষষ্ঠ বৎসরেতে যবে শিশু মোহাম্মদ, পড়িলা মায়ের কোলে ; পলকে পলকে মায়া, বিতরি মায়ের প্রাণে, আকর্ষিতে মায়া যবে লাগিলা মায়ের, জননী তখন, পাশরিলা স্বামী-শোক, ত্রিলোক দুর্লভ রত্ন পাইয়া পরাণে—ধরায় বিরল যাহা রত্ন আকাশের। আনন্দে মাতিয়া সতী সে নিধি লইয়া, দেখাতেন কুতুহলি আত্মীয় সকলে। শায়েরা ছিলেন তিনি, বিরচি সুন্দর গান গাহিতেন সদা।—

ফোটে কি এমন ফুল স্বর্গের কাননে,
এমন সৌরভ যাতে,
খেলে কি এমন ছেলে ফেরেস্তা-ভবনে,
আপন খেলায় মেতে ?

মনোহর বাক্যলীলা মনোহারিরূপ, বিলোকি সে বালকের, আপ্তবর্গ জ্ঞানলুপ্ত হইলা যতই, ততই আমিনাবানু, আনন্দে বিভোরা প্রায় লাগিলা হইতে। প্রতিবাসী সবে তারা, পুত্র হেরি পুলকিত লাগিলা কহিতে—"স্বর্গের কুমার এই ফেরেস্তা খোদায় ; হাসিতে অধরে ঝরে পুষ্প স্বরগের, রোদনে মুকুতাপাঁতি, বিতরে আতর বাস ঘর্ম্মে যার তনু; এমন সন্তান কোলে পায় যে জননী, তার সম ভাগ্যবতী কে হবে ধরায় ?—স্বর্গের পুতুল যবে পেয়েছ পরাণে, কেন না লইয়া যাও, পিতার কবরে গিয়া করাতে সালাম। কত সুখী হবে তায় আত্মা আবদুল্লার।"

মনের কৌতুক সতী নারি নিবারিতে, ইচ্ছিলা শিশুরে লয়ে আৎরাবে যাইয়া, দেখাইতে পুত্ররত্নে আত্মীয় সকলে; আর জিয়ারৎ, করিতে সে কবরের স্বর্গীয় স্বামীর; তাহাতে সে আত্মা তার, করিবে দর্শন স্বীয় সন্তানের মুখ। এরূপ স্থিরিয়া মনে, ওম্মে এ্যয়মানা বলি, সুশীলা দাসীরে সতী ডাকিলা নিকটে। আইলে এ্যয়মানা দাসী, কহিলা মধুর হাসি মধু বিভাষিণী—"আৎরাবে যাইব আমি স্বামী-জেয়ারতে, সচালক দুটি উঠ আন ত্বরান্বিতা। কিঙ্করী চলিয়া গেলে, আমিনা আপন কাজ লইল সারিয়া; সঙ্গে লইলেন আর সঙ্গী দুইজন, হাশেম বংশের তারা। এ্যয়মানা আনিল দুটি উঠ মনোহর, স্বর্গীয় বোরাক প্রায়। শিশু হজরতের আগে আসি সে বোরাক, করিল মস্তক নত, পবিত্র চরণে। তারপর জন্তুদ্বয় বসিল তথায়, সমাদরে প্যয়গম্বরে করিতে গ্রহণ। শায়েরা আমিনাবানু, রচিলা অমনি এক শের মনোহর—

গজল। (২৬)

তুমি গো পশু, কেন এ শিশু, নিরখি নমিছ চরণে ?
স্বর্গ মর্ত্ত্য ত্রিলোকবাসী নমিছে যার যে ধরণে।
আকাশে ভাসিত জলদ মাত্র,
ধরে এ শিশুরে শীতল ছত্র,
অনিলে নাচিয়ে বিটপীপত্র, মেতেছে ঘর্ম্ম হরণে।

কিঙ্করী সুন্দরী এবে, যতনে শিশুরে কোলে লইলা আপন, বসিলা বিবির সাথে একই বোরাকে; বসিলা অপর উঠে, অন্য দুইজন তারা হাশেম বংশের; চলিল বোরাকদ্বয়, গিরিমালা মরুভূমি করি অতিক্রম। চলিল এ যাত্রীসহ, আকাশে জলদমালা ধরায় অনিল, নিবারি উত্তাপরাশি প্রখর সূর্য্যের। কতদিন পরে তবে মদিনার অন্তপাতি আইলা আৎরাবে। এ শিশু নবীরে হেরি জ্ঞাতি তথাকার, আনন্দে মাতিলা সবে। কোলে তুলিবার সাধ, প্রত্যেক নারীর প্রাণে পাইল প্রকাশ। নাপাক রমণী যারা আছিল সেখানে, পাক নবী আমাদের, কিছুতে তাদের কোলে নাহি আরোহিলা। নাচিল বালকবৃন্দ, সঙ্গে করি নবীবরে খেলিবার তরে; হারাইলা জ্ঞান হেরি পুরুষ সকলে। এরূপ আনন্দ এক উদিল তথায়, যেন শূন্যদেশ হতে, নামিল ফেরেস্তা কোন উজলি ভূলোক।

আৎরাবে কপোত লীলা।—আৎরাবের নরনারী বালক বালিকা, সুর শিশুরে লয়ে, করিতে লাগিলা খেলা বিবিধ ধরণে। সরোবরে স্নানকালে, ফেরেস্তা আসিয়া, সন্তরণ নবীবরে দিলেন শিখায়ে। আইলে বৈকাল তবে বালকের ল, খেলিত হজরতে লয়ে খেলা কপোতের। উড়ি সে পায়রারাজি আকাশের কালে, খেলাইত বাজিরাজি। তেমন সুন্দর খেলা, ইতিপূর্ব্বে কভু তারা নাহি খাইল। সে নূতন খেলা হেরি, আৎরাবের লোক, অবাক হইত সবে। নারিত র্ণিতে কেহ, কি বাতুন বিদ্যাবলে শিশু মোহাম্মদ, কপোতে করিল বশ, কেন র ইশারায়, আজায়েব বাজি যত দেখায় কপোত। কথন কথন নবী ক্ষুদ্রবাহু লি, ডাকিতেন মধুমুখে, আকাশে ভাসিত যত পারাবত দলে। অমনি আদেশ লি সে কপোতকুল, হজরতের করে আসি বসিত সকলে; খেলিত চৌদিকে আর র উপর। হজরৎ তাদের প্রতি, করিতেন কুতুহলি বিবিধ আদেশ, পালিত সে তারা, চতুর দাসের প্রায় প্রভুর আদেশ। সে খেলা দেখিয়া, দর্শক সকলে মানিত বিস্ময়, শিশুরে ফেরেস্তা বলি করিতেন স্থির।

নগরবাসীর আনন্দ।—নগরে পড়িল সাড়া, চারিদিক হতে লোক গিল আসিতে, দেখিতে কপোত লীলা। সেই মনোহর খেলা যে দেখিল চোখে, সে জনমে আর নারিল ভুলিতে। কথন কথন তিনি রসুলে করিম, সম্বোধি পাতকুলে, প্রশ্নিতেন নিম্নরূপে মধু সম্ভাষণে।—

প্রশ্ন—কে তোমারে হেন খেলা শেখাইল—পায়রা?

উত্তর—উর্দ্ধপানে মুখ করি তাকাইল পায়রা।

প্রশ্ন—খোদা কি গো এই খেলা শিখাইল—পায়রা?

উত্তর—'বালা' বলি সেই কথা স্বীকারিল পায়রা।

প্রশ্ন—এবাদৎ কর তাঁর কি প্রকারে—পায়রা?

উত্তর—সেজদা করিল শুনি ধরাপরে পায়রা।

প্রশ্ন—তস্‌বিহ কেমনে পড় বল দেখি—পায়রা?

উত্তর—দেখায় কঙ্কররাশি গণি গণি পায়রা।

াসাবধি থাকি তথা নবী আমাদের, খেলিলা অনেক খেলা হেন ধরণের; পীরিতি তায়, আৎরাবনিবাসী যত পাইলা পরাণে। সময়ে সময়ে তারা শিশুর ম ভুলি বলিত এরূপ, নারীগণ কত গান করিত কৌতুকে।

গজল। (২৭)

কোন স্বর্গ হতে মর্ত্ত্যে এই শিশু এসেছে।
আরবের মরুভূমে চাঁদ কেন খসেছে ?
শিশু শশী বেড়ে যবে পূর্ণিমায় পড়িবে,
না জানি জগতে জ্যোতি কতরূপে ছাড়িবে !
কি যে অপরূপ খেলা দেখাইতে এসেছে,
না পাই ভাবিয়া ভূমে চাঁদ কেন খসেছে ?

কবরজেয়ারৎ।—কিছুদিন পর তবে আমিনা খাতুন, স্বামীর সমাধীস্থল করিতে দর্শন, হইলা অধীরা অতি। তবে এক দিন তিনি পুত্রকে লইয়া, আইলা কবর-স্থানে। বিস্তর আৎরাববাসী, কৌতুকে মাতিয়া সাথে আইলা তাঁদের। (শিশুর সহিত গেলে, বিশ্বাস তাদের, কত আজায়েব তায় করিবে দর্শন। সেই কৌতুকেতে মাতি, শিশুরে সাজায়ে যত্নে বিবিধ পোষাকে ; আইল সমাধীস্থলে। বসাইলা নবীবরে, জনকের কবরের চরণের তলে, বসিলা সকলে আর বেড়ি সে কবর। খোদার দরগাহে কাঁদি, মৃত্যুর আত্মার পরে চাহিলা মঙ্গল। এইরূপে জেয়ারৎ করিবার পর, ফিরিলা আৎরাবে সবে। আকাশের মেঘমালা, ছত্র খুলি ছায়া ফেলি চলিলা হজরতে ; জীব জন্তু পথ আর লাগিল ছাড়িতে। তা' দেখি আৎরাববাসী, হজরতের গুণ গান লাগিলা গাহিতে।—

গজল। (২৮)

কে তুমি কহ গো শুনি, আমরা অজ্ঞান প্রাণী,
কহ কি রাথ বাতুন—সাল্লে আলা মোহাম্মাদুন।
সাল্লে আলা নবীয়েনা সাল্লে আলা মোহাম্মাদুন।
তুমি কি আরব রবি, খোদার প্রেরিত নবী,
তোমা হতে আমরা নূন সাল্লে আলা মোহাম্মাদুন;
সাল্লে আলা নবীয়েনা সাল্লে আলা মোহাম্মাদুন।
জীব জন্তু পথ ছাড়ে—মেঘ তোমা ছাতা ধরে,
কি রাথ কহ গো গুণ—সাল্লে আলা মোহাম্মাদুন ;
সাল্লে আলা নবীয়েনা সাল্লে আলা মোহাম্মাদুন।

অনেকে তাঁদের মাঝে, শিশু হজরতের পরে আনিতে ইমান, করিলা বাসনা যবে, মধু সম্ভাষণে নবী কহিলা তাঁদের। "প্যায়গম্বর নহি আমি শিশু নাবালগ, কাহার উম্মত তবে চাহিছ হইতে?— উপদেশ শোন যদি, প্রতিমার পূজা তবে কর পরিত্যাগ। একেশ্বরে কর সবে বিশ্বাস স্থাপন।" নবীবর নবীয়তী পাইবার পর, এই আৎবাবের লোক, আনন্দে মাতিয়া সবে হন মুসলমান।

আমিনাখাতুনের এন্তেকাল।

কিছুদিন পর তবে আমিনাখাতুন, লইয়া আপন লোক, চলিলা মক্কারপানে উষ্ট্র আরোহণে। পথেই সে রূপবতী, ওলাউঠা রোগাক্রান্তা হইলা হঠাৎ। অর্দ্ধ পরিমাণ পথে আসি সে সুন্দরী, পড়িলেন এ বিপদে। শিশু প্যায়গম্বরে আহা, করি নিরাশ্রয়, নিতান্ত অকালে সতী গেলা পরলোকে। মৃত্যুকালে আহা তিনি পুত্রপানে চাহি, করিলেন যেইরূপে শোক বরিষণ, বিদরে হৃদয়, আহা! সে কথার অনুবাদ করিব কেমনে—

গজল। (২৯)

আমার প্রাণের মোহাম্মদ কেঁদে বেড়াবে।
পিতা মাতা হারাইয়া কার কাছে দাঁড়াবে।
এতিম মিস্কিন ছেলে—কে চাহিবে মুখ তুলে,
ঘুমাবে ধুলায় পড়ে কেবা ঘুম পাড়াবে?
ক্ষুধা পেলে মা, মা, বলে—কাঁদ্‌বে ভেসে নয়নজলে,
কে দেবে গো মুখে তুলে কোথা হাত বাড়াবে।
ক্ষুধায় অস্থির হয়ে—রবে পর পানে চেয়ে,
রুষ্টমুখে হয় তো সে গো দ্বার হতে তাড়াবে।

সঙ্গিগণ শবদেহ করিয়া দাফন, শোকাতুর শিশুরত্নে যত্ন সহকারে, লইলা তুলিয়া উষ্ট্রে, ভাসিয়া নয়নজলে চলিলা মক্কায়। এয়মানা সুন্দরী, নানা কথা উপকথা কহিয়া শিশুরে, লাগিলা ভুলাতে পথে। এইরূপে সবে মিলি, শোক-সমাচ্ছন্ন প্রাণে পঁহুছিলে মক্কায় উঠিল হাশেম-বংশে ক্রন্দনের ধ্বনি। চারিদিক হতে লোক আসিল ছুটিয়া, আইলা পশ্চাতে বৃদ্ধ আবদুল মৎলেব। পৌত্রকে লইয়া কোলে

লাগিলা কাঁদিতে।—"কাঁদিও না দাদা ভাই!—তোমার অদৃষ্ট মন্দ কি আমি করিব।—যতদিন এই দেহে থাকিবে জীবন, যতনের রত্ন হেন, তোমারে গাথিয়া গলে রাখিব আমার। শোকের শাবলাঘাতে, যে বিধি তোমার, হৃদপিণ্ড জারি করে বরলা-আলয়; সেই বিধি সেইস্থল স্বর্গমণি মুক্তা দিয়া পূরাবে নিশ্চয়! তুমি কেন কোন দুখ করিবে তাহাতে।—যে কাজে যাহারে খোদা করেন প্রেরণ, নিশ্চয় জানিও তুমি, তারই উপযুক্ত করি গড়েন তাহারে।—তোমারে যে কাজে খোদা, দেছেন পাঠায়ে, এই মরুময় দেশে, তার উপযুক্ত করি গড়িবার তরে, 'সবরে' সাজাতে প্রাণ, এত শোক দুখ তিনি দিতেছেন তোমা। বিশ্বের মানুষ মোরা, খোদার পবিত্র চালে নারি প্রবেশিতে, করি শোক দুখ মাত্র নির্বোধের মত।—ক্ষতি বিনা বল তায় কি করি আমরা।

এরূপ শুনিয়া শিশু ভুলি মাতৃ-শোক, কহিলা দাদার প্রতি—"শুনেছি এমনি আমি, একধন মহাধন 'সবর' নামেতে, আছে নাকি অতি যত্নে আরশে খোদার। যে জন লভিতে পারে সেই মহাধন, খোদাকে নিশ্চয় নাকি লভে সেই জন! সেই সবরের শিক্ষা, আমারে নিশ্চয় খোদা দিতেছেন তবে। আর না কাঁদিব আমি, সবরের শিক্ষা এবে করিব নিশ্চয়।—অমনি গায়েবী শব্দ হইল তথায়, গাহিল গায়েবে হুরী, গাহিল রসুলে খোদা মনোহর মুখে।—

গজল। (৩০)

ইন্নাল্লাহা মায়াস্‌সাবেরীণ।
রিপুপঞ্চে দেহতলে করিও বিলীন!
নবীর প্রধান যিনি, এ রত্ন পাবেন তিনি,
হবেন পাদুকাসহ আর্শে সমাসীন।
খোদাতে মিশাও মন, পাবে তবে সেই ধন,
কোরাণে প্রকাশ ইহা পাবে একদিন;
ইন্নাল্লাহা মায়াস্‌সা বেরীণ।

শিশু হজরতের মুখে শুনি হেন বাণী, আনন্দ করিলা সবে, অর্দ্ধ পরিমাণ শোক ভুলিলা সকলে। আবদুল মৎলেব এবে কহিলা কৌতুকে—"আছিনু প্রাচীন কালে, খোদাবোধী লোক মোরা স্বভাবে সুন্দর; প্রতিমার পূজা নাহি করিনু কখন। রোমের উন্নতি কালে যখন তাহারা, তাড়ায় পুতুল দলে সেই রাজ্য হ...

গোঁড়া পৌত্তলিক যত ছিল সেই দেশে, সেথান হইতে তারা প্রতিমা লইয়া, এদেশে আসিয়া সবে করিল বসতি। তাহাদের দেখাদেখি, আমরাও ধীরে ধীরে হই পৌত্তলিক। ভুলিনু খোদার নাম, হইনু নিকৃষ্ট জাতি জঘন্য পতিত। এতদিন পরে বুঝি বিধাতা তোমায়, পুতুলের প্রতিকারে করিলা প্রেরণ!—তুমিই আখেরী নবী হইবে কহিনু, সেই হেতু আমি, খোদাবোধী প্রাণে জ্বালি ভক্তির প্রদীপ, অতি কুতুহলি আজি, তোমার করেতে ভাই করিব বেয়েত। ওম্মত জানিয়া মোরে, রোজ কেয়ামতে তুমি করিও উদ্ধার। বেয়েত করিলে তিনি ভাবিল সকলে, মোহাম্মদে মাতৃশোক, এইভাবে ভুলাইয়া লইলা মৎলেব। পরন্তু তাহারে, পালিতে লাগিলা যত্নে আবদুল মতলেব। সতত লইয়া পাশে, কতরূপ উপদেশ দিতেন কৌতুকে। নয়নের অন্তরাল হইলে বারেক, চিন্তিত পরাণ সহ, দৌড়িতেন চারিদিক সন্ধানে তাঁহার, ভ্রমিতেন পথে পথে ফেলি আঁখি জল।

আবদুল মৎলেবের এন্তেকাল।

অষ্টম বৎসরে যবে, পড়িলেন শিশু নবী রবি জগতের, পড়িলা আবার তিনি রাহুর প্রকোপে। আবদুল মৎলেব দাদা, নবীরে একেলা করি গেলা পরলোকে। আবার নূতন শোক পাইয়া পরাণে, হইলা অধীর অতি। কিন্তু সহিষ্ণুতা বলে, নিবারি নয়ন জল লইলা নয়নে। তবে যবে শবদেহ করিতে দাফন, লয়ে গেলা পরিজন সমগ্র নগরবাসী, সে মহা মনুজেলে যোগ করিলা প্রদান। আকুল পরাণে কাঁদি, শিশু নবী সে শবের লইলা পশ্চাৎ। মৎলেবের পুত্রগণ, মক্কার প্রধান্যলাভ করিবার তরে, বেয়েত সংগ্রহে সবে ছিলেন চঞ্চল; ফিরিয়াও কেহ, এতিম এ শিশু পানে নাহি তাকাইল; যার যে আপন স্বার্থে, ঘুরিতে আছিলা তারা হইয়া পাগল। তবে অবশেষে, আবুতালেবের মন দ্রবিল দয়ায়। কোলে করি তুলি তিনি ভাবী নবীবরে, বসাইলা বক্ষদেশে, বদন চুমিয়া তবে লাগিলা কহিতে।—"এস কোলে বাপধন! জীবন স্বরূপ ছিলে পিতার আমার! অতি যত্নে পিতা তোমা করিত পালন। জীবন থাকিতে দেহে, তোমারে হৃদয়চ্যুত আমি না করিব। রাখিব তেমনি যত্নে, যে রূপে রাখিল তোমা জনক আমার।—চাহিনা প্রাধান্য আমি চাহি না বেয়েত, তোমারে লইয়া বাপ, জলে ঝাঁপ দিব হেসে পশিব অনলে।" এরূপে প্রবোধ দিয়া, শিশু নবীবরে কোলে লইয়া তালেব চলিলা যাত্রীর সাথে। [illegible] প্রাণে পাইলা তখন, কাঁদিয়া খোদার তাগ।

আবুতালেবের মায়া, এতিম শিশুর প্রতি ঝরিলে এরূপে, নগর-নিবাসিগণ, পরস্পরে বলাবলি লাগিলা করিতে। শেয়বার সন্তান মাঝে, * আবুতালেবের মত দয়ার সাগর, কেহ না জন্মিল আর। আর আর পুত্র যত, দেখনা সকলে, বেয়েতের তরে তারা ঘুরিছে চঞ্চল, এ পুত্র এতিম পানে কেহ না তাকায়। আবুতালেবের মত, দয়াবান জনে যদি করি পরিত্যাগ, বেয়েত অন্যের করে করি একমতে, নিশ্চয় অন্যায় তায় করিব আমরা।” পরন্তু নগরবাসী হয়ে একমত, আবুতালেবের করে করিলা বেয়েত; মক্কার প্রধান তিনি হইলেন তায়। এতিমের প্রতি দয়া দেখান যে জন, খোদা মেহেরবান হন তাহার উপর।

লেখকের নিবেদন।—মৌলুদ হইল শেষ, লেখক পাঠক সবা করিল সালাম। দোষগুণ এ গ্রন্থের, নিজগুণে ক্ষমা করি, দয়া সহকরে, দেখাইয়া দিলে দোষ, বাধিত হইব তায় আপনার আগে। মজলেস করিয়া যদি, এ মৌলুদ পড়িবার সাধ হয় মনে, সে শিক্ষা করিতে দান পারিব আমরা। মৌলুদে বিস্তর দোষ মাওলানা সকলে সদা করেন দর্শন। সে দোষ করিতে দুর, বঙ্গের মওলানা তিনি রুহুল আমিন, করেছেন বহু যত্ন এগ্রন্থ উপরে। অতএব আশা করি, এ মৌলুদ **সহী** ভাবি লইবেন সবে। প্রকাশ হতেছে যন্ত্রে মেয়রাজ শরিফ, সপ্তাহের মাঝে তাহা পাবেন সকলে, তাহাতেও পাইবেন চমৎকার কথা। তার পর পাইবেন ক্ষুদ্র এক ফেকাহ,—এসলামী রোকণরাজি দেখিবেন তায়। নামাজ ও রোজা অজু হজ্ব ও কোর্ব্বাণাদি, জানাজার কথা, পাইবে তাহাতে শিক্ষা সুন্দর ধরণে—পাক্কা মুসলমান তায় হইবেন সবে।

---

* এ ব্যক্তির নাম ছিল শেয়বা বা শোয়েবা। ইঁহার পিতা হাশেম বার্দ্ধক্য বয়সে আৎরাবের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাহারই গর্ভে শেয়বা জন্মগ্রহণ করেন। হাশেম-বেনে-আবদ মানাফ বানিজ্যোপলক্ষে সিরিয়াদেশে গমন করিয়া সেইখানেই এন্তেকাল করেন। যাইবারকালে তিনি মক্কার আধিপত্য সহোদর মৎলেবের করে সমর্পণ করিয়া যান। হাশেমের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর শেয়বা বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে মৎলেব তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শেয়বাকে মক্কার আধিপত্য দিবার মানসে তাঁহাকে আৎরাব হইতে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। মক্কাবাসীরা শেয়বাকে মৎলেবের সঙ্গে দেখিয়া তাহাকে তাঁহার গোলাম মনে করিয়া লইয়া শেয়বাকে আবদুল মৎলেব বলিয়া সম্বোধন করিল। সেই হইতে শেয়বা নাম বিলুপ্ত হইয়া তিনি আবদুল মৎলেব নামে পরিচিত হইলেন।

ইতি—শ্রীমউলুদ শরিফ।

FEMALE FRIEND

(ফিমেল ফ্রেণ্ড ।)

এই অনন্ত উপকারী মহৌষধির সেবনে ঋতুদোষ, বাধক শ্বেতপ্রদর প্রভৃতি রমণীরোগ সকল সমূলে নির্ম্মূলিত হয়। প্রসবের পর এই ঔষধ সেবন করিলে সেই জননীতে সূতিকাসম্ভব কোন প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে না। প্রসবের পূর্ব্বে জরায়ু বা পো-নাড়ীর মুখ খুলিয়া যাইবার পর এই ঔষধ উচ্চ মাত্রায় পান করিলে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয়ই প্রসব করিবে। প্রথমবারের প্রসূতিকে এ ঔষধে প্রসব না করানই উচিত। তবে ভাল ধাত্রীর হাতে হইলে ক্ষতি হইবে না। এই ঔষধ গৃহে গৃহে সঞ্চিত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

নিরারোগ্য অর্থাৎ বহুকালের পুরাতন রোগ সকলের বিবরণ সহ ৫৲ টাকা ফিঃ পাঠাইলে ডাঃ হোসেন সাহেব সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঔষধ ভিঃ পিঃ তে পাঠান হয়। আমাদের ঔষধের মূল্যও বেশী ক্রিয়াও বেশী।

বাতবিরোধিনী-তৈল।— ইহার মালিষে সকল প্রকার বাত, ব্যথা ও আঘাত প্রাপ্তবেদনা নিশ্চয় আরোগ্য হয়। মূল্য প্রত্যেক শিশি ১৲ একটাকা

EYE DROP— চক্ষু,কর্ণ বা দাঁতের গোড়া দিয়া পুঁজ পড়িলে এই ঔষধ সামান্য তুলায় ভিজাইয়া দাঁতে দিলে এবং দুই ফোটা করিয়া চক্ষু বা কর্ণে দিলে ঐ রোগ ভাল হইয়া যায়। চক্ষুর প্রায় সকল রোগই ভাল হয়। মূল্য এক শিশি ১৲ এক টাকা।

MALARIA MIXTURE.—সকল প্রকার জ্বর ও ম্যালেরিয়া জ্বর, মায় প্লীহা ও যকৃত এই মিক্শ্চারে আরোগ্য হয়। এই মিক্শ্চারের দুইড্রাম মাত্র অন্য এক শিশিতে ঢালিয়া তাহাতে ৪ আউন্স পরিস্কার জল দিয়া তাহাকে ৮ খোরাক করিবে। জ্বরবিচ্ছেদে একদাগ এবং তার দুই ঘণ্টা পরে আর এক খোরাক পান করিবে, তাহাতে ৪ দিনের মধ্যে জ্বর আরোগ্য হইবে। ১০ বৎসরের বালক বালিকারা অর্দ্ধ খোরাক করিয়া প্রত্যেক বারে পান করিবে। অম্ল, শাক ও ঘৃতাদি খাইবে না। লঘুপথ্য করিবে। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা (ইহাতে ৮শিশি ঔষধ হইবে।) ঔষধ ২০ বৎসরেও খারাব হইবে না

S. A. HASHEM, B. A.

68 Collin Street, C

জ্ঞান ভাণ্ডার। —বঙ্গ সাহিত্যের স্বকল্পী কবি, হোসেনী ছন্দের আবিষ্কারক ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন এম ডি- 'যাঁহার নিকট বঙ্গ সাহিত্য চির ঋণী হইয়া আছে।' বলিয়া, জাষ্টিস স্বর্গীয় সার গুরু দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীন্সিপাল স্বর্গীয় রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ব্র্যাডলিবার্ট, ব্যারিষ্টার মিষ্টার খোদাবক্স ও আতাউল হক এবং জজ মিষ্টার মজুদার রহমান প্রভৃতি আরও পাঁচশত সাহিত্য ক্ষেত্রের প্রমুখ প্রভুগণ, উল্লেখ করিয়াছেন; সেই ডাক্তার সাহেবের রচিত **জ্ঞান ভাণ্ডার** পড়িয়া দেখুন!—ইহার পাঠে নিশ্চই আপনি স্বকীয় জ্ঞানগুণ, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, অধ্যবসায়, উন্নতি করিবার শক্তি, বীর ও সুকল্পী লেখক হইবার প্রবল ক্ষমতা, বক্তৃতা দিবার অপূর্ব্ব রচনা শক্তি এবং দেশহিতৈষণায় সত্য ও অপ্রত্যাশিত প্রভাব সকল অবাধে সঞ্চয় করিতে পারিবেন।

আপনি যে সকল গ্রন্থকে উত্তম ও নির্ভুল বলিয়া মুক্তমুখে প্রশংসা করিয়া আসিতেছেন, তেমন ১৩খানি গ্রন্থের মধ্যে কত সহস্র অকাট্য ভুল আছে, তাহা দেখিয়া নিজের অপরিমিত ভ্রম সকল সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করিয়া প্রকাশ করিলে, কেমন করিয়া সে চুরি ধরিতে হয়, সে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। ১৩ খানি নভেল, সমালোচনার বলে কি ভাবে রূপান্তরিত হইয়া ১৩ খানি স্মৃতিপোথী নূতন ও কাল্পনিক গল্পে পরিণত হইয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্য ও সৌকার্য্য দেখিয়া আপনি, কেবল যে বাকশক্তি রহিত হইবেন তাহা নহে; আপনিও আশ্চর্য্য ধরণের কাল্পনিকগল্প গঠন করিবার শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবেন। যদি দেশ হিতৈষণায় প্রবল সত্যজ্ঞান লাভ করিতে চান, যদি দাসবুদ্ধি বর্জ্জন ও রাজবুদ্ধি অর্জ্জন করিতে চান, যদি হিন্দু হইয়া মুসলমানকে এবং মুসলমান হইয়া হিন্দুকে সূক্ষ্মদর্শনে চিনিয়া লইবার ক্ষমতা সকল সঞ্চয় করিতে চান, এবং উভয় জাতির কল্পনা শক্তি, গ্রন্থ লিখিবার শক্তি ও হিতাহিত জ্ঞান যে কেমন, তাহা জানিতে চান; এবং তিন টাকার ব্যয়ে লক্ষ টাকার জ্ঞান সঞ্চয় করিতে চান, তবে জ্ঞান ভাণ্ডার পড়ুন। এমন মনোহর গ্রন্থ আর কখনও পড়িয়াছেন কি?

স্বাধীন খাতুন।—যাহারা স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী তাহাদের জ্ঞানাদি অভিজ্ঞতা যে কতদূর অসম্পূর্ণ যদি অকাট্য কথায় তাহা দেখিতে চান।—রমণীরা যে কিছুতেই স্বাধীনতা পাইতে পারে না, যদি তাহার শত শত ধ্রুবসত্যে-প্রমাণ-করা, কল্পনাতীত সত্যউদাহরণে দেখিতে চান।—দুই পক্ষ দুইদিকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব বচন-বিন্যাসের-তর্কবিতর্ক শুনিতে চান ও তদ্দ্বারা বুদ্ধিবর্দ্ধন করিতে চান, তবে ।৵০ আনায় একখানি স্বাধীন খাতুন ক্রয় করুন।

লেখকের নিবেদন

—:•:—

এই বিরাট গ্রন্থ **মোসলেম-পতাকা বা তারিখুল ইসলাম** লিখিতে, এইহীন লেখককে শতাধিক খ্যাতনামা গ্রন্থ মন্থন করিতে, ও বিশ বৎসর কাল কঠিন পরিশ্রমে থাকিতে হইয়াছে। ইহাতে হজরৎ মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী হইতে কেন।—হজরৎ আদমের পয়দায়েশ হইতেই বা কেন—খোদাতায়ালার সৃষ্টির আরম্ভ হইতে একাল পর্য্যন্তের ইতিবৃত্ত বিবৃত করা হইয়াছে। অতএব আশা করা যায়, জন সাধারণ ভিন্ন ইহা জ্ঞানীদের জন্যও জ্ঞানোদয়ী ও সুখপাঠ্য গ্রন্থ হইবে। মোসলেম্-সম্প্রদায়ের প্রধানতম বিদ্যাবাগীশগণ, যেমন—ব্যারিষ্টার খোদাবক্স সাহেব, এ, কে, ফজলুলহক সাহেব, জজ্ মতুদোর রহমান সাহেব, ব্যারিষ্টার আতাউল হক সাহেব, ইত্যাদি বিস্তর খ্যাতনামা মোসলেম-হিতৈষী, যাহাতে এ গ্রন্থ মুসলমানদের গৃহে গৃহে পঠিত হয়, তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে কামনা করিয়াছেন।

এ কালের মুসলমানেরা, অসার কল্পী হিন্দুদিগের গ্রন্থাদি সংবাদ পত্র সমূহ পাঠ করিয়া, কেবল তাঁহাদের কাল্পনিক ধর্ম্মগত কথা সকল অবগত হইতেছেন। পক্ষান্তরে নিজেদের সত্যধর্ম্ম একেবারে ভুলিতেছেন। সীতা, রাম, ভীম, অর্জ্জুন, দ্রৌপদী, শ্রীকৃষ্ণ, রাধা, সাবিত্রী, দুর্গা ও শিব প্রভৃতির কাল্পনিক কাহিনী সকল মুখস্থ করিতেছেন; অথচ, হজরৎ আলি, আবুবাকার, ওসমান, ওমর, খালেদ, তারিক প্রভৃতি, এ সকল জগদোজ্জ্বল বিখ্যাত ব্যক্তিদের কোনই সংবাদ রাখেন না। মোসলেম্-বুদ্ধি, মোসলেম্-গৌরব ও মোসলেম্-দর্প সকল যে, পৃথিবীর মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, সে মহা আখ্যায়িকা যতই বিস্মৃত হইতেছেন ততই ইঁহারা পতিত ও নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ে পরিণত হইতেছেন। সেইজন্য আজ সেই সিংহরাজেরা শৃগালের কৌশল-কর-মন্ত্রণায় পড়িয়া কূপে ঝম্প দিয়া প্রাণ হারাইতেছেন। যাহাতে এ জাতি বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা সিংহসাবক, এবং তাঁহাদেরই রাজবুদ্ধিগত পূর্ব্ব পুরুষেরা জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও শিল্পাদি, রণবিদ্যায় জগজ্জনের শিক্ষাদাতা ছিলেন, সেই মানসে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। অতএব ক্ষেত্র-উর্ব্বর-কর খল্লি-লবনবৎ, প্রত্যেক মস্তিষ্ক ক্ষেত্রের জন্য, এ গ্রন্থ অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ বলিয়া গৃহিত হইলে, লেখকের অপার পরিশ্রম সফল হয়।

ইদানীং মুসলমানদের মধ্যেও বাঙ্গালাভাষায় সুলেখক জন্মিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারাও অর্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া, দুষ্ট গ্রন্থকার বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি হিন্দু কবিদিগের, পতিত ভাবময় গর্হিত কল্পনার উপাসক সাজিয়া, ঐ ধরণের নাটক নভেল ভিন্ন আর কিছুই লিখিতেছেন না। তাঁহারাও হিন্দুদের অনুকরণে, স্বীয় সাম্প্রদায়িক স্বভাব চরিত্রাদি ধর্ম্মকর্ম্ম ও সত্বত্বের উপর আঘাত করিয়া, জাতি ও সমাজকে অবনতির দিকে আনীত করিতেছেন। দেশের লোকেরাও নিজেদের গৌরব ভুলিয়া গিয়া এতদূর অবনতি-প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন যে, তাঁহারা ঐরূপ গ্রন্থের উপাসক সাজিয়া, এ জাতিকে হিন্দু-নিন্দ-পতিত ও গোলামজ্ঞানী করিয়া লইতেছেন। এ জাতির নিশ্চয়ই রক্ষা নাই। কারণ অবনতির সময়, মন, উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় না। তবে কি না মুসলমানদের অবনতি এখনও আরম্ভ হয় নাই।

মোসলেম-মস্তিষ্ক-কুঞ্জের পুষ্পপ্রসবী তরুরাজির স্থলে, এখন যে, কি ভাবে তথায় চোরকাঁটা ফুটিতেছে, সেদিকে লক্ষ্য করিবার লোক কোথায়? মাথা খারাব করিয়া দেওয়া অপেক্ষা দুষ্ট শত্রুতা আর নাই; এবং এ দেশ, সেইরূপ শত্রুতে ছাইয়া গিয়াছে কি না, সেদিক-দর্শনের নয়ন কাহারও আছে কি? কি গুণে মুসলমানেরা কটালের বানে উন্নতি করিলেন, এবং কি দোষে তাঁহারা প্রবল বেগে অবনতি করিতেছেন, তাহা কেহ বোঝেন কি? ঐ সকল দেশহিতৈষণা লইয়া ও সাম্প্রদায়িক উন্নতিকল্পে এই হীন লেখক বিশবৎসর কাল কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া, যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছে, তন্মধ্যে এই গ্রন্থ একটি, ইহা সকলের নিকট আদর পাইলে সৌভাগ্যের বিষয় হইবে। কারণ এখনও পর্য্যন্ত এ জাতির শিরাস্থশক্তি, মস্তিষ্কের বুদ্ধি ও প্রাণের সাহসোত্তম পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে; তবে সম্প্রতি এ জাতির কিয়দংশ, হিন্দু হুজুগে যোগদান করায়, মনে হইতেছে যে, এখনও এ জাতির মধ্যে মিরজাফরের বংশাবলী প্রচুর পরিমাণে বজায় আছে। ইহারা যে মুসলমানদের অপরিমিত অনিষ্ট করিবে, তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন। এবং যাহারা এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিবেন তাঁহারাও বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

এই গ্রন্থের মূল্য ১২৲ হইলেও সুলভ, তথাপি মোসলেম-মহাশয়-ব্যক্তিদিগের অনুরোধে, স্বল্পদিনের জন্য সম্পূর্ণ গ্রন্থ মায় বাঁধাই ৬।৹ টাকায় বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। কারণ ইহা মুসলমানদের আবাসে আবাসে পঠিত হওয়া একান্ত উচিত হইয়া পড়িয়াছে। খোদাতায়ালা যদি এ জাতির অবনতির অবসান করিয়া থাকেন তবেই, তাঁহারা এরূপ গ্রন্থের উপাসক সাজিবেন, নচেৎ সে আশা বৃথা।

জ্ঞান ভাণ্ডার। —বঙ্গ সাহিত্যের সুকল্পী কবি, হোসেনী ছন্দের আবিষ্কারক ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন এম ডি- 'যাঁহার নিকট বঙ্গ সাহিত্য চির ঋণী হইয়া আছে।' বলিয়া, জাষ্টিস স্বর্গীয় সার গুরু দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীন্সিপাল স্বর্গীয় রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার ব্র্যাডলিবার্ট, ব্যারিষ্টার মিষ্টার খোদাবক্স ও আতাউল হক এবং জজ মিষ্টার মতুদার রহমান প্রভৃতি আরও পাঁচশত সাহিত্য ক্ষেত্রের প্রমুখ প্রভুগণ, উল্লেখ করিয়াছেন; সেই ডাক্তার সাহেবের রচিত **জ্ঞান ভাণ্ডার** পড়িয়া দেখুন!--ইহার পাঠে নিশ্চই আপনি স্বকীয় জ্ঞানগুন, অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, অধ্যবসায়, উন্নতি করিবার শক্তি, বীর ও সুকল্পী লেখক হইবার প্রবল ক্ষমতা, বক্তৃতা দিবার অপূর্ব্ব রচনা শক্তি এবং দেশহিতৈষণায় সত্য ও অপ্রত্যাশিত প্রভাব সকল অবাধে সঞ্চয় করিতে পারিবেন।

আপনি যে সকল গ্রন্থকে উত্তম ও নির্ভুল বলিয়া মুক্তমুখে প্রশংসা করিয়া আসিতেছেন, তেমন ১৩খানি গ্রন্থের মধ্যে কত সহস্র অকাট্য ভুল আছে, তাহা দেখিয়া নিজের অপরিমিত ভ্রম সকল সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করিয়া প্রকাশ করিলে, কেমন করিয়া সে চুরি ধরিতে হয়, সে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। ১৩ খানি নভেল, সমালোচনার বলে কি ভাবে রূপান্তরিত হইয়া ১৩ খানি স্মৃতি মোথী নূতন ও কাল্পনিক গল্পে পরিণত হইয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্য ও সৌকার্য্য দেখিয়া আপনি, কেবল যে বাকশক্তি রহিত হইবেন তাহা নহে; আপনিও আশ্চর্য্য ধরণের কাল্পনিকগল্প গঠন করিবার শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবেন। যদি দেশ হিতৈষণায় প্রবল সত্যজ্ঞান লাভ করিতে চান, যদি দাসবুদ্ধি বর্জ্জন ও রাজবুদ্ধি অর্জ্জন করিতে চান, যদি হিন্দু হইয়া মুসলমানকে এবং মুসলমান হইয়া হিন্দুকে সূক্ষ্মদর্শনে চিনিয়া লইবার ক্ষমতা সকল সঞ্চয় করিতে চান, এবং উভয় জাতির কল্পনা শক্তি, গ্রন্থ লিখিবার শক্তি ও হিতাহিত জ্ঞান যে কেমন, তাহা জানিতে চান; এবং তিন টাকার ব্যয়ে লক্ষ টাকার জ্ঞান সঞ্চয় করিতে চান, তবে জ্ঞান ভাণ্ডার পড়ুন। এমন মনোহর গ্রন্থ আর কখনও পড়িয়াছেন কি?

স্বাধীন খাতুন।—যাহারা স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতী তাহাদের জ্ঞানাদি অভিজ্ঞতা যে কতদূর অসম্পূর্ণ যদি অকাট্য কথায় তাহা দেখিতে চান।—রমণীরা যে কিছুতেই স্বাধীনতা পাইতে পারে না, যদি তাহার শত শত ধ্রুবসত্য-প্রমাণ-করা, কল্পনাতিত সত্যউদাহরণে দেখিতে চান।—দুই পক্ষ দুইদিকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব বচন-বিন্যাসের-তর্কবিতর্ক শুনিতে চান ও তদ্দ্বারা বুদ্ধিবর্দ্ধন করিতে চান, তবে ॥০ আনায় একখানি স্বাধীন খাতুন ক্রয় করুন।